বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১
১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ

১৯৭১
১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন

১৯৭১
২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা

১৯৭০
সাধারণ নির্বাচন

১৯৭১
৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

১৯৭১
অপারেশন সার্চলাইট ও ২৫ মার্চের গণহত্যা

১৯৬৯
৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান

১৯৬৮
আগরতলা মামলা

১৯৬৬
ছয় দফা আন্দোলন

১৯৫৮
সামরিক শাসন জারি

১৯৪৭
পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

১৯৪৯
আওয়ামী লীগের জন্ম

১৯৫২
ভাষা আন্দোলন

১৯৫৪
সাল যুক্তফ্রন্ট সাধারণ নির্বাচন

১৯৫৬
পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র

উত্তরণ
একটি উদ্ভাস-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান
www.uttoron.academy 09666775566

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়।

www.uttoron.academy

'উত্তরণ' একটি উদ্ভাস-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান। সুন্দর ক্যারিয়ার গড়ার প্রত্যয় নিয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীর বুকে থাকে কিছু লালিত স্বপ্ন। সময়ের আবর্তে কিছু স্বপ্ন দেখা পায় সঠিক গন্তব্যের। এমনি একটি পছন্দ সিভিল সার্ভিস। দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই ক্যারিয়ারটি শুধুই একটি চাকরি নয়, এটি একটি জীবন ধারা। প্রতিবছর লক্ষাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয় এই তুমুল প্রতিযোগিতায়। সিলেবাসের বিশালতা এবং বৈচিত্র্য এই পরীক্ষাটিকে আরো জটিল রূপ এনে দিয়েছে। তাই সাফল্যের অন্যতম পথ- গোছানো প্রস্তুতি। মূলত এই বিশ্বাসকে ধারণ করেই ক্যাডার সার্ভিস প্রত্যাশীদের সুষম প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে এবং তাদের স্বীয় চেষ্টার পাশাপাশি সহযোগী বন্ধু হিসেবে শামিল হতে 'উত্তরণ'-এর আবির্ভাব।

প্রত্যাশা করি শিক্ষার্থীদের আস্থা ও ভালোবাসায় 'উত্তরণ' এগিয়ে যাবে নিরন্তর...

BCS ফাউন্ডেশন কোর্স

অর্নাস/মাস্টার্স-এ
অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য

- ৯০টি Zoom লাইভ ক্লাস
- প্রতিটি ক্লাসের রিপ্লে ভিডিও
- প্রতিটি ক্লাসের PDF ক্লাসনোট
- ৩০টি উইকলি এক্সাম (MCQ ও লিখিত)
- ৮টি মান্থলি এক্সাম
- ১টি BCS প্রিলি সম্ভবনা পরীক্ষা
- সকল পরীক্ষার তাৎক্ষণিক এনালাইসিস রিপোর্ট
- Auto SMS-এ প্রতিটি রেজাল্ট
- প্রস্তুতি সহায়ক ৯টি গাইড বই

৯ টি বই ফ্রি

BCS প্রিলি

- ১০০টি Zoom লাইভ ক্লাস
- ৬টি প্রশ্নব্যাংক এনালাইসিস ক্লাস
- প্রতিটি ক্লাসের রিপ্লে ভিডিও
- প্রতিটি ক্লাসের PDF ক্লাসনোট
- ২০০ সেট ডেইলি এক্সাম
- ৬৬ সেট উইকলি এক্সাম
- ১২ সেট মান্থলি এক্সাম
- ১২ সেট সাবজেক্ট ফাইনাল এক্সাম
- ১০ সেট ফাইনাল মডেল টেস্ট
- সকল পরীক্ষার তাৎক্ষণিক এনালাইসিস রিপোর্ট
- Auto SMS-এ প্রতিটি রেজাল্ট
- প্রস্তুতি সহায়ক ১৫টি গাইড বই

১৫ টি বই ফ্রি

BCS লিখিত

- ৮০টি Zoom লাইভ ক্লাস
- প্রতিটি ক্লাসের রিপ্লে ভিডিও
- প্রতিটি ক্লাসের PDF ক্লাসনোট
- ৮০টি ডেইলি লিখিত এক্সাম
- ২১টি ইভ্যালুয়েশন টেস্ট
- ১৩টি সাবজেক্ট টেস্ট
- ৭টি ফাইনাল মডেল টেস্ট
- প্রতিটি পরীক্ষার মার্কিং গাইডলাইন
- Auto SMS-এ প্রতিটি রেজাল্ট
- প্রস্তুতি সহায়ক ১৫টি গাইড বই

১৫ টি বই ফ্রি

BCS ভাইভা

- ১৫টি লেকচার ক্লাস
- ৫টি অভিজ্ঞতা শেয়ার ক্লাস
- ৩টি প্রশ্ন ও সমাধান ক্লাস
- ৪টি মক ভাইভা পর্যবেক্ষণ
- ৩টি মক ভাইভা (ফিজিক্যালি-ঢাকায়)
- ৩টি ভাইভা প্রিপারেশন বুক

৩ টি বই ফ্রি

ভর্তি চলছে...

উত্তরণ

একটি উদ্ভাস-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566

পটভূমি

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম অধ্যায় হলো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এই মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশকে দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। মূলত ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্মলাভের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস শুরু হয়। কেননা ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ ২৪ বছর পাকিস্তানি শাসকচক্র বাংলাদেশকে শাসন এবং শোষণ করেছে। এ ২৪ বছরের ইতিহাস বাঙালিদের পরাধীনতার ইতিহাস। অত্যাচার, নির্যাতন আর বঞ্চনার ইতিহাস। তবে বাঙালিরা এ অত্যাচার, নির্যাতনকে মুখ বুজে সহ্য করেনি। এভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি তৈরি হয়।

১৯৪৭, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস নিখিল ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের জন্য নিজেকে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাবি করলেও মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়। ফলে ১৯০৬ সালে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক দল হিসেবে 'মুসলিম লীগ'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। কংগ্রেস শাসিত ভারতে প্রাদেশিক সরকারসমূহ সাতটি প্রদেশের আইন-আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কংগ্রেসী পতাকা উত্তোলনসহ হিন্দুধর্মের প্রাধান্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়ে ওঠে এবং 'বন্দেমাতরম্'কে জাতীয় সংগীত হিসেবে চালু করে। ফলে উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। হিন্দু-মুসলিম জনগণের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে ১৯৪০ সালে পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' উত্থাপন করেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানদের জন্য দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেন।
২৩ মার্চ, ১৯৪০ তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' পেশ করেন। ১৯৪৭ সালের ২২ মার্চ, ভারতের নতুন ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন দিল্লিতে আগমন করে ভারতীয় নেতৃবিন্দুর সাথে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ৩ জুন, ১৯৪৭ একটি পরিকল্পনা করেন যে, "ভারত বিভাগ ছাড়া ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিকল্প পথ নেই"। এটি ৩ জুন পরিকল্পনা বা **'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা'** নামে খ্যাত। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়।
অবশেষে ১৮ জুলাই, ১৯৪৭ মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাস করে। 'ভারত স্বাধীনতা আইন' অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে অধিষ্ঠিত হন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। আর ভারতের প্রথম গভর্নর হলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

১৯৪৯, আওয়ামী লীগের জন্ম

পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মলাভের পর বাংলাকে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করে পূর্ব পাকিস্তান নামকরণ করা হয়। গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৯ সালে ভারত হতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য পাকিস্তানে চলে আসেন। কিন্তু তৎকালীন ক্ষমতাসীন খাজা নাজিমুদ্দীন, আকরাম খাঁ-নূরুল আমীন গ্রুপের ষড়যন্ত্রে সোহরাওয়ার্দী সমর্থক মুসলিম লীগ দলীয় নেতাকর্মী বিশেষভাবে যুব ও ছাত্রসমাজ রাজনীতিতে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গণপরিষদ সদস্য পদ বাতিল করে পূর্ব বাংলা থেকে বিতাড়নের চেষ্টা এবং মওলানা ভাসানীর উপরও নির্যাতন ও নিপীড়ন চালানো হয়।
এ সময় ঢাকার মোগলটুলীর ১৫০ নম্বর বাড়িতে (প্রাদেশিক মুসলিম লীগের দপ্তর) সার্বক্ষণিক বসতেন টাঙ্গাইলের যুবনেতা শামসুল হক, ফরিদপুরের শেখ মুজিবুর রহমান, ঢাকার তাজউদ্দিন আহমেদ, কামরুদ্দীন আহমদ, মিসেস আনোয়ারা খাতুন প্রমুখ।
ফলে **১৯৪৯ সালের ২৩ জুন** তারা পুরান ঢাকার টিকাটুলিস্থ **কে এম দাস লেনের রোজ গার্ডেনে** এক সম্মেলনের আহ্বান করেন যেখানে ৩০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে পূর্ব পাকিস্তান 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি বিরোধী রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। নবগঠিত দলটির ৪০ সদস্যবিশিষ্ট কমিটিতে সভাপতি নির্বাচিত হন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং সাধারণ সম্পাদক হন টাঙ্গাইলের শামসুল হক। এ সময় **শেখ মুজিবুর রহমান** জেলে থাকায় তাঁর অবর্তমানে নবগঠিত দলে তাঁকে **যুগ্ম সম্পাদক** নির্বাচিত করা হয়।

- ১৯৪৯ সালের ২৪ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম অনুষ্ঠান ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের বার্ষিক সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।
- ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলন ২১, ২২, ২৩ অক্টোবর সদরঘাটের **রূপমহল সিনেমা** হলে অনুষ্ঠিত হয়। ২২ অক্টোবর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দলের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব করলে করতালির মাধ্যমে তা অনুমোদন পায়। মুসলিম কথাটি বাদ দিয়ে দলের নতুন নামকরণ করা হয় 'আওয়ামী লীগ'। তখন থেকে আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ ও একটি সর্বজনীন রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
- ভাসানীর পর আওয়ামী লীগের সভাপতি হন মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ।

১৯৫২, ভাষা আন্দোলন

ভাষা আন্দোলনকে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান হিসেবে উল্লেখ করা হয়। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতৃবর্গের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়। মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং কতিপয় মুসলিম বুদ্ধিজীবী একমাত্র উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা ৫৬% লোকের মুখের ভাষা বাংলার পরিবর্তে শতকরা ৩.২৭% লোকের মুখের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে বাঙালি জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। **গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি–**

১৯৪৭

- জুলাই মাসে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব করেন।
- ২৪ জুলাই, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ড. এনামুল হক প্রমুখ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জোরালো দাবি উত্থাপন করেন।
- ১ সেপ্টেম্বর, রাষ্ট্রভাষার দাবিতে আন্দোলন পরিচালনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে 'তমদ্দুন মজলিস' গঠিত হয়।
  ১৫ সেপ্টেম্বর, তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' শীর্ষক একটি সংকলন পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়।
- ১ অক্টোবর, প্রথমবার 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। আহ্বায়ক ছিলেন এ.এস.এম. নুরুল হক ভূঁইয়া।

১৯৪৮

- ২৩ ফেব্রুয়ারি, পাকিস্তানের গণ পরিষদের প্রথম অধিবেশনের শুরুতে গণপরিষদ সদস্য কুমিল্লার (বি-বাড়ীয়ার) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন।
- ২৬ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি, ঢাকায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়।
- ২ মার্চ, দ্বিতীয়বার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। আহ্বায়ক ছিলেন শামসুল আলম। এ সংগঠনের সাথে খাজা নাজিমুদ্দীনের ৮ দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ১১ মার্চ, সমগ্র বাংলাদেশে ধর্মঘট পালন করা হয়। এর প্রেক্ষিতে তদানীন্তন মুসলিম লীগ সরকার সংগ্রাম পরিষদের শামসুল আলম, শেখ মুজিব ও অলি আহাদসহ ৬৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর প্রতিবাদে ১৩ ও ১৫ মার্চ আবার ধর্মঘট পালিত হয়।
- ২১ মার্চ, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করেন।
  ২৪ মার্চ, কার্জন হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পুনরায় এই ঘোষণা দিলে উপস্থিত ছাত্রগণ ক্ষোভে ফেটে পড়েন।
- ১৮ নভেম্বর, প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকায় এসে বক্তৃতাকালে আবার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন।

১৯৪৯–১৯৫০

- ৯ মার্চ, আরবি হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্রের প্রচেষ্টা হিসেবে বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' গঠন করা হয়। সভাপতি মাওলানা আকরাম খাঁ।
- ১১ মার্চ, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। আহ্বায়ক আব্দুল মতিন।

১৯৫২

- ২৭ জানুয়ারি, নতুন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন কর্তৃক পল্টন ময়দানে পুনরায় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর কথা ঘোষণা করা হয়।
- ৩১ জানুয়ারি, কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়।
- ২০ ফেব্রুয়ারি, আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে ১৪৪ ধারা অমান্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- ২১ ফেব্রুয়ারি (৮ ফাল্গুন) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় গাজীউল হকের সভাপতিত্বে ছাত্রনেতাগণ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশের গুলিতে মোট ৮ জন শহিদ হন।
- ২২ ফেব্রুয়ারি, হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গণবিক্ষোভ শুরু হয়। পুনরায় পুলিশের গুলিতে শফিউর রহমানসহ আরও কয়েকজন শহিদ হন।
- ২৩ ফেব্রুয়ারি, শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়। শহিদ মিনারটি উদ্বোধন করেন শহিদ শফিউরের পিতা মৌলভী মাহবুবুর রহমান। ২৪ ফেব্রুয়ারি, পুলিশ এ শহিদ মিনারটি ভেঙ্গে দেয়।

১৯৫৩–১৯৫৪

- ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'শহিদ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
- ৭ মে, পাকিস্তানের গণপরিষদ কর্তৃক বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

১৯৫৬

- ১৬ ফেব্রুয়ারি, জাতীয় পরিষদ কর্তৃক উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।
- ২৯ ফেব্রুয়ারি, সাংবিধানিকভাবে উর্দুর পাশাপাশি বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা লাভ করে (পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানের ২১৪ অনুচ্ছেদ)।

❑ শহিদদের তালিকা–

নাম	পরিচিতি
আবুল বরকত	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)।
আবদুল জব্বার	ময়মনসিংহের দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান।
রফিকউদ্দিন আহমেদ	মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র, ঢাকার বাদামতলী কমার্শিয়াল প্রেসের মালিকের পুত্র।
আবদুস সালাম	শুল্ক বিভাগের পিয়ন।
অহিউল্লাহ	শিশু শ্রমিক।
আবদুল আউয়াল	বালক (অনেকের মতে রিকশাচালক)।
অজ্ঞাত	বালক (অধিকাংশের মতে আখতারুজ্জামান বা আবদুর রহিম)।
শফিউর রহমান	হাইকোর্টের কর্মচারী ('হৃদয়ে আমার ফেব্রুয়ারি' ডাকসু সংগ্রহশালার মতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ক্লাসের ছাত্র এবং হাইকোর্টের কর্মচারী ছিলেন)।

শফিউর রহমান রফিকউদ্দিন আহমেদ আবদুস সালাম আবদুল জব্বার আবুল বরকত

- ভাষা আন্দোলনের (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২) সময় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন – মালিক গোলাম মোহম্মদ ও খাজা নাজিমউদ্দীন।
- পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন – নুরুল আমিন।
- ভাষা আন্দোলনের মুখপাত্র – **সাপ্তাহিক সৈনিক**, সম্পাদক– শাহেদ আলী।
- ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ১১ মার্চকে ভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হতো।
- একুশের জাদুঘর অবস্থিত – বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউজের দ্বিতীয় তলায়।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অবস্থিত – সেগুনবাগিচায় (২০১০)।

❑ **ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা:**

- ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য তিনি গোপালগঞ্জ থেকে ১০ মার্চ ঢাকায় আসেন। পরের দিন অর্থাৎ ১১ মার্চ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার অভিযোগে তিনি গ্রেপ্তার হন।
- কারাগার থেকে আন্দোলনরত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন এবং বিভিন্ন পরামর্শ প্রদানের জন্য চিরকুট পাঠাতেন।
- ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ থেকে এক টানা ১২ দিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহিউদ্দীন আহমেদ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আমরণ অনশন পালন করেন। সরকার তাঁকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

১৯৫৪, যুক্তফ্রন্ট সাধারণ নির্বাচন

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচন ছিল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মূলত এ নির্বাচন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ও তার দোসরদের শোষণের বিরুদ্ধে এক 'ব্যালট বিপ্লব'। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় **৮ মার্চ থেকে ১২ মার্চ** পর্যন্ত এবং ফলাফল ঘোষিত হয় ২ এপ্রিল, ১৯৫৪।

এ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার জন্য **৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৩** চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে 'যুক্তফ্রন্ট' নামে একটি নির্বাচনি জোট গঠিত হয়। দল চারটি হলো– ১. মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, ২. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক-পার্টি, ৩. মওলানা আতাহার আলীর নেজামে-ই- ইসলাম পার্টি এবং ৪. হাজী মোহাম্মদ দানেশের বামপন্থী গণতন্ত্রী দল খিলাফতে রব্বানী পার্টি।

- নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল **'নৌকা'** এবং মুসলিম লীগের প্রতীক ছিল **'হারিকেন'**।
- মহান একুশে ফেব্রুয়ারির স্মৃতিকে চির অম্লান করে রাখার জন্যই যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি কর্মসূচি ২১টি দফায় বিন্যস্ত করা হয়। ২১ দফার প্রথম দাবি ছিল – বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে। ২১ দফা রচনায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন আবুল মনসুর আহমদ।
- নির্বাচনে শতকরা ৩৭.১৯ ভাগ ভোটার ভোট দেয়।

নির্বাচনের ফলাফল:

আসনের প্রকৃতি ও সংখ্যা	রাজনৈতিক দল বা জোটের নাম	প্রাপ্ত আসন
মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসন ২৩৭	যুক্তফ্রন্ট	২২৩
	মুসলিম লীগ	৯*
	স্বতন্ত্র	৪
	খেলাফতে রব্বানী	১
অমুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৭২টি	যুক্তফ্রন্ট	১৩
	তফসিলি ফেডারেশন	২৭
	কংগ্রেস	২৪
	খ্রিস্টান	১
	বৌদ্ধ	২
	কম্যুনিস্ট পার্টি	৪
	স্বতন্ত্র	১
সর্বমোট আসন (২৩৭+৭২)		**৩০৯**

* তবে নির্বাচনের পর চট্রগ্রামের একজন স্বতন্ত্র সদস্য মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ফলে মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য সংখ্যা হয় ১০ (দশ) জন।

[তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন (দ্বিতীয় পত্র) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক]

নির্বাচনে মোট আসন ছিল ৩০৯টি (২৩৭+৭২)। যুক্তফ্রন্ট মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টি এবং অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত ৭২টি আসনের মধ্যে ১৩টি সহ মোট **২৩৬টি আসন** পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন লাভ করে।

যুক্তফ্রন্টের প্রাপ্ত ২২৩টি আসনের মধ্যে দলওয়ারী প্রাপ্ত আসন

দলের নাম	আসন সংখ্যা
মুসলিম লীগ	১৪৩
কৃষক শ্রমিক পার্টি	৪৮
নেজামে ইসলাম	১৯
গণতন্ত্রী পার্টি	১৩

[তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন (দ্বিতীয় পত্র) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক]

৩ এপ্রিল, ১৯৫৪ যুক্তফ্রন্টের প্রধান শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক **চার সদস্য বিশিষ্ট** প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করেন– (১) শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (মুখ্যমন্ত্রী, অর্থ, স্বরাষ্ট্র ও রাজস্ব), (২) আবু হোসেন সরকার (বিচার, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার), (৩) আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী (বেসামরিক সরবরাহ ও যোগাযোগ) এবং (৪) সৈয়দ আজিজুল হক (শিক্ষা, বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প) । পরবর্তীতে ১৫ মে, ১৯৫৪ মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত করে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট করা হয়। নতুন মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি, ঋণ, সমবায় ও পল্লি উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। বঙ্গবন্ধু নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী শেখ ওয়াহিদুজ্জামানকে ১০ হাজার ভোটে পরাজিত করেন।

- ৩০ মে, ১৯৫৪ মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে কারা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনগণের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং আদমজী জুট মিলে বাঙালি ও বিহারী শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষের অজুহাতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে এবং শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হককে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করে।
- যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময় পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নুরুল আমিন এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মোহাম্মদ আলী।

১৯৫৬, পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন পর্যায় থেকে দ্রুত সংবিধান রচনার দাবি ওঠে। পূর্ব বাংলা থেকে এ দাবি ছিল আরও জোরালো। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অনীহার কারণে সংবিধান রচনার কাজটি সম্ভব হয়নি। অবশেষে ৯ জানুয়ারি, ১৯৫৬ তৎকালীন আইনমন্ত্রী আই. আই. চুন্দ্রীগড় কর্তৃক গণপরিষদে 'পাকিস্তান শাসনতন্ত্র বিল' উত্থাপন, ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ পাস এবং ২৩ মার্চ, ১৯৫৬ পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান কার্যকর হয়।

- পাকিস্তানের নাম হয় 'পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র'।
- পূর্ব বাংলার নাম হয় 'পূর্ব পাকিস্তান' (১৯৫৫ সালের ৭ জুলাই পশ্চিম পাকিস্তানের মারীতে অবস্থিত 'মারী চুক্তি' অনুসারে)।
- গভর্নরের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং **প্রথম রাষ্ট্রপতি** হিসেবে নিযুক্ত হন ইস্কান্দার মীর্জা।
- ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ক্ষমতা গ্রহণ।
- ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮ প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক শাসন জারি করে সংবিধানটি স্থগিত করেন। সংবিধানটি মাত্র ২ বছর ৮ মাস স্থায়ী ছিল।

১৯৫৮, সামরিক শাসন জারি

সামরিক শাসন জারির পর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ৮ অক্টোবর, ১৯৫৮ সেনা প্রধান আইয়ুব খানকে 'প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক' হিসেবে নিযুক্ত করেন। কিন্তু ২৭ অক্টোবর, ১৯৫৮ মাত্র ২০ দিনের মাথায় আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেই ক্ষমতা দখল করেন। ঐ দিনই আইয়ুব খান প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত করে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান নিজের ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করার জন্য ২৭ অক্টোবর, ১৯৫৯ 'মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ' জারি করেন। মৌলিক গণতন্ত্র হচ্ছে এক ধরনের সীমিত গণতন্ত্র যাতে কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অধিকার ছিল। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে ৪০ হাজার করে মোট ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী নিয়ে দেশের নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। এই মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা ভোটে আইয়ুব খান ১৯৬০ সালে পরবর্তী ৫ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ২৩ মার্চ, ১৯৬০ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেন।

১৯৬২, শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন

আইয়ুব খান ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব এস. এম. শরীফকে চেয়ারম্যান করে 'শরীফ শিক্ষা কমিশন' নামে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করেন। ২৬ আগস্ট, ১৯৫৯ এই কমিশনের পেশকৃত রিপোর্টে বলা হয়– "শিক্ষা এমন কোন জিনিস নয় যা বিনামূল্যে পাওয়া যেতে পারে"। এছাড়াও এই রিপোর্টে উর্দুকে সর্বজনীন ভাষায় পরিণত করা, উর্দুর মতো বাংলাও আরবি হরফে লেখা ইত্যাদি গণবিরোধী এবং চরম প্রতিক্রিয়াশীল সুপারিশ করা হয় যা জনমনে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি করে। আইয়ুব খান ১৯৬২ সাল থেকে এই রিপোর্টের সুপারিশ বাস্তবায়ন শুরু করলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ সরকার বিরোধী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

'৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন

৮ জুন, ১৯৬২ সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলে ছাত্রসমাজ কঠোর আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন 'বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন' নামে পরিচিত। ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ ছাত্রদের আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন নিহত হয় যার মধ্যে ওয়াজিউল্লাহ, মোস্তফা ও বাবুল অন্যতম। তাদের স্মরণে এই দিনকে 'শিক্ষা দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। এই আন্দোলনের ফলে শরীফ কমিশনের সুপারিশ স্থগিত করা হয় এবং ছাত্ররা আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম শক্তিতে পরিণত হয়।

১৯৬২, পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র

- ১৯৬২ সালে আইয়ুব খানের আমলে দ্বিতীয়বার সংবিধান রচনা করা হয়।
- সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।
- আইয়ুব খান করাচি থেকে ইসলামাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করেন।

১৯৬৫, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

২ জানুয়ারি, ১৯৬৫ মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বিরোধী একক প্রার্থী দেওয়ার জন্য ২২ জুলাই, ১৯৬৪ খাজা নাজিমুদ্দীনের বাসভবনে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দল মিলে একক জোট বা COP (Combined Opposition Party) গঠন করে। নির্বাচনে COP জোটের প্রার্থী ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতিমা জিন্নাহ। কিন্তু আইয়ুব খানের অনুগত ও সৃষ্ট মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে নির্বাচনে আইয়ুব খান বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন।

এই নির্বাচনে জয়লাভের ফলে পূর্ব বাংলার সর্বক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকারের চরম বঞ্চনার ও অবহেলার করুণ চিত্র নগ্নভাবে ফুটে ওঠে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

১৯৬৬, ছয় দফা আন্দোলন

ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ (Charter of Independence) বলা হয়। এটিকে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের দলিল 'ম্যাগনাকার্টা' এর সাথে তুলনা করা হয়।

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে ঐতিহাসিক 'ছয় দফা কর্মসূচি' পেশ করেন। ভাষণে তিনি বলেন, "গত দুই যুগ ধরে পূর্ব বাংলাকে যেভাবে শোষণ করা হয়েছে তার প্রতিকারকল্পে এবং পূর্ব বাংলার ভৌগোলিক দূরত্বের কথা বিবেচনা করে আমি ৬ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করছি।"

'৬৬ এর ছয় দফা আন্দোলন

ছয় দফাগুলো ছিল নিম্নরূপ –

প্রথম দফা	প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন; লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেল রাষ্ট্রে পরিণত করা।
দ্বিতীয় দফা	কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা; দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র ব্যতীত সকল বিষয় অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে থাকবে।
তৃতীয় দফা	পৃথক ও সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা, আলাদা কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
চতুর্থ দফা	কর ধার্য ও শুল্ক আদায়ের ক্ষমতা থাকবে অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে।
পঞ্চম দফা	বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা, আমদানি ও রপ্তানির পৃথক পৃথক হিসাব।
ষষ্ঠ দফা	অঙ্গরাজ্যগুলোর নিরাপত্তার জন্য আধা-সামরিক বা প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠন।

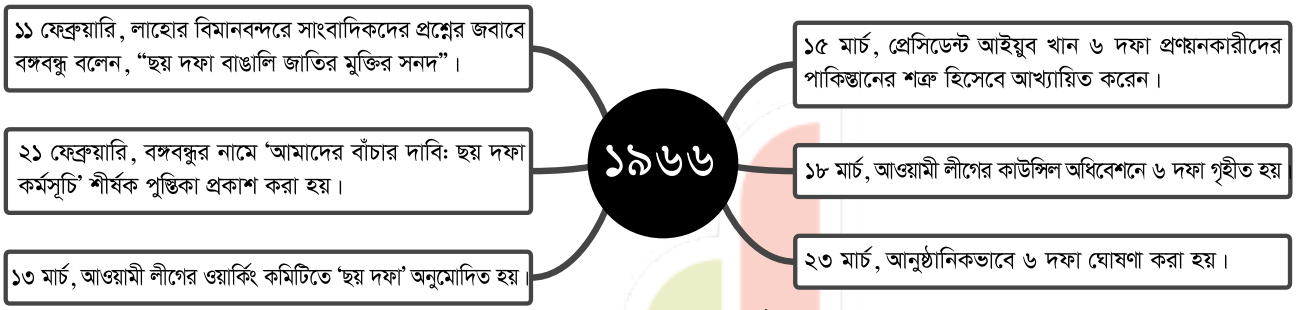

৬ দফার জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকলে আইয়ুব সরকার আতঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং ৯ মে, ১৯৬৬ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের প্রতিবাদে ৭ জুন দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। হরতালের সময় মিছিলে পুলিশের গুলিতে **মনু মিয়াসহ ১১** জন বাঙালি শহিদ হন। এ জন্য প্রতি বছর ৭ জুন বাংলাদেশে '৬ দফা দিবস' পালন করা হয়।

১৯৬৮, আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য)

বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক সদস্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের এক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। সংগঠনের কোন এক সদস্যের অসতর্কতার ফলে পাকিস্তান সরকারের কাছে এই পরিকল্পনার কথা ফাঁস হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকার সামরিক বেসামরিক ২৮ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।

পরবর্তীতে ১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৮ পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে পূর্বের ২৮ জন সহ মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে এক রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়ের করে। এই মামলা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত। সরকারি নথিপত্রে মামলার নাম হয় **"রাষ্ট্র বনাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য"**।

প্রধান বিচারপতি এস. এ. রহমানের নেতৃত্বে এই মামলার ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় ২১ এপ্রিল, ১৯৬৮ সালে। ১৯শে জুন, ১৯৬৮ ঢাকা সেনানিবাসে এই মামলার বিচার শুরু হয়। **যুক্তরাজ্যের আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়াম** ৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ট্রাইব্যুনালের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন। বিচার কার্য চলার সময় থেকে শ্লোগান ওঠে- 'জেলের তালা ভাঙব- শেখ মুজিবকে আনব।' এই গণ-আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বলা যায়, এই আন্দোলন সমস্ত দেশব্যাপী সরকারবিরোধী আন্দোলনে পূর্ণতা লাভ করে।

১৯৬৯, গণঅভ্যুত্থান

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও পূর্ব-বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথকে উন্মুক্ত করে। অহিংস আন্দোলন সহিংসতার দিকে ধাবিত হতে থাকে। এই সময় রাজনৈতিক দলের ৬ দফা দাবি গণদাবিতে পরিণত হয়। **১৯৬৯ সালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ** –

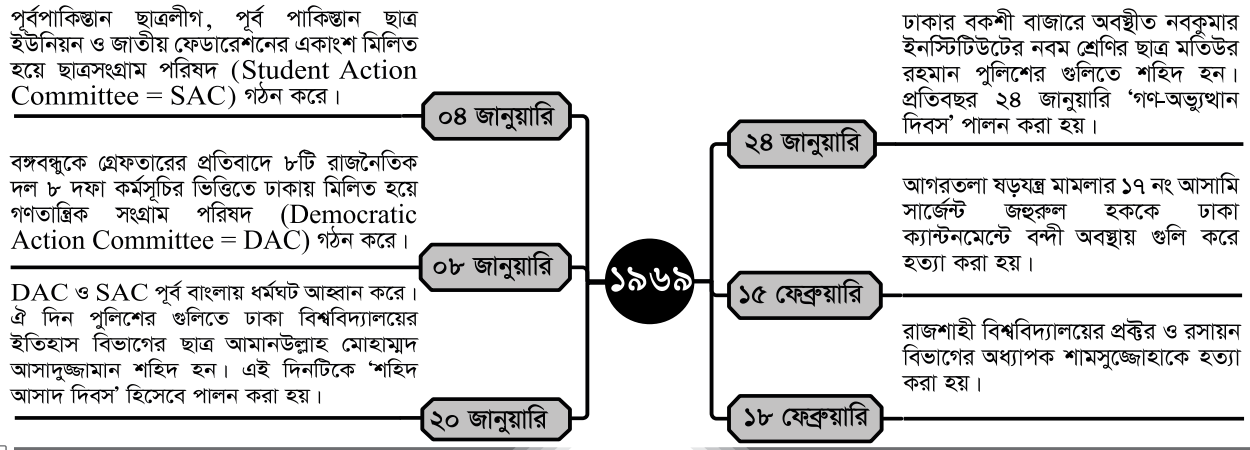

এরূপ পরিস্থিতিতে '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান উত্তাল হয়ে ওঠে। প্রচণ্ড গণ-আন্দোলনের মুখে ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ আইয়ুব খান আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ সবাইকে নিঃশর্ত মুক্তি দান করেন। পরদিন ২৩ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে **'বঙ্গবন্ধু'** উপাধিতে ভূষিত করেন।

বাঙালির একক জাতিসত্তার আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ২৫ মার্চ, ১৯৬৯ আইয়ুব খান পদত্যাগ করে সেনাপ্রধান আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এর ফলে পাকিস্তানে দ্বিতীয় বার সামরিক আইন জারি হয়।

এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির একক এবং অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর (১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর লেবাননের বৈরুতে মৃত্যুবরণ করেন) ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সম্মেলনে **১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের নাম রাখেন **'বাংলাদেশ'**।

১৯৭০, সাধারণ নির্বাচন

২৫ মার্চ '৬৯ সারা দেশে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর হলেও সামরিক সরকার গণ-দাবিকে উপেক্ষা করার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। তাই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান সারা দেশে এক ব্যক্তি এক ভোটের নীতিতে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। ৭ ডিসেম্বর, '৭০ থেকে ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭০ এর মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে তফসিল ঘোষণা করা হয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে দেশব্যাপী এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ৬ দফা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে রায় প্রদান করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ঢাকার মহাখালীতে একটি জনসভায় বঙ্গবন্ধু

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের (জাতীয় পরিষদ) দলভিত্তিক ফলাফল

রাজনৈতিক দলের নাম	সাধারণ আসন		সংরক্ষিত মহিলা আসন	উপজাতীয় এলাকায় আসন	প্রাপ্ত মোট আসন সংখ্যা
	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান			
আওয়ামী লীগ	১৬০	–	৭	–	১৬৭
পিপলস পার্টি	–	৮৩	৫	–	৮৮
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	–	৯	–	–	৯
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	–	৭	–	–	৭
ন্যাপ (ওয়ালী)	–	৬	১	–	৭
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	–	২	–	–	২
জামায়াত-ই-ইসলামী, পকিস্তান	–	৪	–	–	৪
মারকায-ই-জামায়াত উল-উলামায়ে ইসলাম	–	৭	–	–	৭
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নিজাম-ই-ইসলাম	–	৭	–		৭
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)	১	–	–	–	১
স্বতন্ত্র/নির্দলীয়	১	৬	–	৭	১৪
সর্বমোট	**১৬২**	**১৩১**	**১৩**	**৭**	**৩১৩**

প্রদেশিক পরিষদের দলভিত্তিক ফলাফল: আওয়ামী লীগ ২৯৮ (সংরক্ষিত ১০টিসহ), পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)২, জামায়াত-ই-ইসলামী ১, নেজামে ইসলাম ১, ন্যাপ (ওয়ালী খান) ১ ও স্বতন্ত্র ৭ টি। [স্বতন্ত্র ৭ জন সদস্য পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগে যোগ দেয়ায় আওয়ামী লীগের সংখ্যা হয় ৩০৫।]

'বাঙালির শাসন মেনে নেওয়া যায় না' এই নীতিতে পাকিস্তানি সামরিক শাসকগণ নির্বাচিত এই জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার জাতীয় নেতৃবৃন্দ এর প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ায়। শুরু হয় অধিকারের সংঘাত। ছাত্র সমাজ এই আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। '৭০ এ বঙ্গবন্ধু এক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে পূর্ব বাংলার ম্যাপ অঙ্কিত একটি পতাকা প্রদান করেন। এই পতাকাই পরবর্তীতে বাংলাদেশের পতাকা হিসাবে গৃহীত হয়। ছাত্রদের এই সংগঠন প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। প্রতিটি জেলা ও মহকুমা শহরে শুরু হয় সামরিক প্রশিক্ষণের মহড়া। জাতীয়তাবাদী এই আন্দোলনে ছাত্র ও যুব সমাজের অংশগ্রহণ জনসমাজকে আরো উৎসাহিত করে তোলে।

১৯৭১, অসহযোগ আন্দোলন

নির্বাচনে জয়লাভের পর পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকার গঠনে মত দিতে অস্বীকার করেন। একটি রাজনৈতিক দল জনগণের ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের ম্যান্ডেট পেয়েছে। তারা সরকার গঠন করবে, এটাই ছিল বাস্তবতা। কিন্তু সামরিক শাসকগণ সরকার গঠন বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে এক আলোচনা শুরু করে। কিসের জন্য আলোচনা, এটা বুঝতে বাঙালি নেতৃবৃন্দের খুব একটা সময় লাগেনি। জাতীয় সংসদের নির্ধারিত অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ১ মার্চ, ১৯৭১ দেশব্যাপী অসহযোগের আহ্বান জানান। সর্বস্তরের জনগণ একবাক্যে বঙ্গবন্ধুর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অচল করে তোলে। অসহযোগ আন্দোলন ২ মার্চ শুরু হয়ে ২৫ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ হয়। **১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ –**

১৯৭১

- **১ মার্চ** — বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চার খলিফা নামে খ্যাত ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী, ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ, 'ডাকসু' সহ-সভাপতি আ. স. ম. আব্দুর রব এবং 'ডাকসু' সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস মাখন 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন।
- **২ মার্চ** — আ. স. ম. আব্দুর রব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের বটতলায় বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করেন। এ কারণে এই দিনটি 'জাতীয় পতাকা দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।
- **৩ মার্চ** — বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ ৫ দফা ভিত্তিক 'স্বাধীনতার ইশতেহার' পাঠ করে। এই ইশতেহারে "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" গানটিকে জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। একই দিনে আ. স. ম. আব্দুর রব বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির জনক' হিসেবে ঘোষণা করেন।
- **৪ মার্চ** — পাকিস্তান রেডিওর নাম 'বাংলাদেশ বেতার' এবং পাকিস্তান টিভির নাম 'বাংলাদেশ টিভি' করা হয়।
- **৬ মার্চ** — প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস এডমিরাল এস. এম. আহসানকে অপসারণ করে লে. জেনারেল টিক্কা খানকে নিয়োগ দেন (প্রধান বিচারপতি বিএ সিদ্দিকী টিক্কা খানকে শপথ পড়াতে অস্বীকার করেন)।

৭ মার্চ, ঐতিহাসিক ভাষণ

পাকিস্তান সামরিক বাহিনী পরিচালিত সরকার জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে কোন সমাধান না দেওয়ায়, ৭ই মার্চ, ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সমগ্র বাঙালি জাতিকে এক দিকনির্দেশনামূলক ভাষণে সর্বপ্রকার পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান। এই ভাষণে তিনি বলেন, "আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। ..... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ

৭ই মার্চের এই ভাষণে বঙ্গবন্ধুর এই নির্দেশ কোন দলীয় নেতার নির্দেশ ছিল না। ছিল একজন জাতীয় নেতার নির্দেশ। এই নির্দেশ দেশের সর্বস্তরের ছাত্র, জনতা ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে বাঙালি সামরিক, বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সকলকেই সচেতন করে তোলে। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু **চারটি দাবি** উপস্থাপন করেন। এগুলো হলো–

ক. চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার;
খ. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া;
গ. গণহত্যার তদন্ত করা এবং
ঘ. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

২৩ মার্চ, '৭১ সকালে পল্টন ময়দানে জয় বাংলা বাহিনীর এক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে এই বাহিনীর নেতৃবৃন্দ মিছিল সহকারে বাংলাদেশের পতাকাসহ 'বঙ্গবন্ধু ভবনে' প্রবেশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর বাড়িতে এই পতাকা উত্তোলন করেন। ২৩ মার্চ পূর্ব বাংলার প্রতিটি শহরে পাকিস্তান দিবসের অনুষ্ঠান বর্জিত হয় এবং পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা উড়তে দেখা যায়।

মূলত ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ১৮/১৯ মিনিটের এই ভাষণে পূর্ব বাংলার জনগণের নিপীড়ন, নির্যাতন, বঞ্চনা ও অত্যাচারিত হওয়ার চিত্র এ ভাষণে ফুটে উঠেছে। তাই তো জনগণ দলমত নির্বিশেষে সকলেই স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

- ✪ ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর, ইউনেস্কো ৭ মার্চের ভাষণকে **'ডকুমেন্টারি হেরিটেজ'** (বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য) হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
- ✪ ৭ মার্চের ভাষণকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ১৮৬৩ সালের বিখ্যাত **'গেটিসবার্গ'** বক্তৃতার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

২৫ মার্চ, গণহত্যা ও অপারেশন সার্চলাইট

২৫ মার্চ, ১৯৭১ পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের বড় শহরগুলোতে গণহত্যা শুরু করে। তাদের পূর্বপরিকল্পিত এই গণহত্যাটি 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে পরিচিত। এ গণহত্যার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আগে থেকেই পাকিস্তান আর্মিতে কর্মরত সকল বাঙালি অফিসারদের হত্যা কিংবা গ্রেফতার করার চেষ্টা করা হয়।

২৫ মার্চ রাত ১১টায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিত আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে সেনানিবাস ত্যাগ করে। পাকিস্তানিদের অপারেশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হল এবং জগন্নাথ হলের ছাত্রদের নির্বিচারে হত্যা করা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আশেপাশের বহু সংখ্যক শিক্ষক ও সাধারণ কর্মচারীদেরও হত্যা করা হয়। পুরোনো ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকাগুলোতেও চালানো হয় ব্যাপক গণহত্যা। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আক্রমণ করে হত্যা করা হয় পুলিশ বাহিনীর বহু সদস্যকে। পিলখানার ইপিআর-এর কেন্দ্রে আচমকা আক্রমণ চালিয়ে নির্বিচারে হত্যা করা হয় নিরস্ত্র সদস্যদের। কয়েকটি পত্রিকা অফিস ভস্মীভূত করা হয়। দেশময় ত্রাস সৃষ্টির লক্ষ্যে নির্বিচারে হত্যা করা হয় বিভিন্ন এলাকায় ঘুমন্ত নর-নারীকে। হত্যা করা হয় শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদেরও। ধারণা করা হয়, সেই রাত্রিতে একমাত্র ঢাকা ও তার আশে পাশের এলাকাতে প্রায় এক লক্ষ নিরীহ নর-নারীর জীবনাবসান ঘটে। অপারেশন সার্চলাইটের মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন মেজর জেনারেল খাদেম হুসাইন রাজা এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী।

বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে গ্রেফতার করার সময় বাইরে উড্ডীয়মান সবুজ, হলুদ ও লাল রঙের মিশ্রিত বাংলাদেশের পতাকাটা গুলি করে ছিন্নভিন্ন করা হয়।

এই হত্যাকাণ্ডের কথা যেন বহির্বিশ্বে না জানতে পারে সে জন্য আগেই সকল বিদেশি সাংবাদিকদের গতিবিধির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় এবং অনেককে দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়। তবে লন্ডনভিত্তিক সংবাদপত্র 'ডেইলি টেলিগ্রাফ'এর বিখ্যাত সাংবাদিক সাইমন ড্রিং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশের রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এর মধ্য দিয়ে বিশ্ব এই গণহত্যা সম্পর্কে অবগত হয়।

২৬ মার্চ, স্বাধীনতার ঘোষণা

২৫ মার্চে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানিদের হাতে বন্দী করার প্রক্রিয়ার নাম ছিল **'অপারেশন বিগ বার্ড'**। সেনাবাহিনীর হাতে বঙ্গবন্ধু রাত ১২টা ৩০ মিনিটে ধানমন্ডি বাসভবন থেকে বন্দী হবার পূর্বে তিনি দলীয় নেতৃবৃন্দকে করণীয় বিষয়ে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে অবস্থান পরিবর্তনের কথা বলেন। একই সাথে তিনি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ওয়্যারলেস বার্তায় ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর এই স্বাধীনতার ঘোষণা সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে ৬ষ্ঠ তফসিল হিসেবে যুক্ত করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণা চট্টগ্রামে তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে প্রচারের জন্য পাঠানো হয়। ২৬ মার্চ দুপুর ২.৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাকে অবলম্বন করে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। সেদিনই সন্ধ্যা ৭.৪০ মিনিটে আবুল কাশেম সন্দীপ একই ঘোষণা পাঠ করেন। এরপর দিন, ২৭ মার্চ অপরাহ্নে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ৮ম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার আরেকটি ঘোষণা পাঠ করেন। (বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র: মুজিবনগর প্রশাসন, তৃতীয় খণ্ড, প্রকাশকাল: নভেম্বর ১৯৮২)।

of Bangla Desh & All of the world.

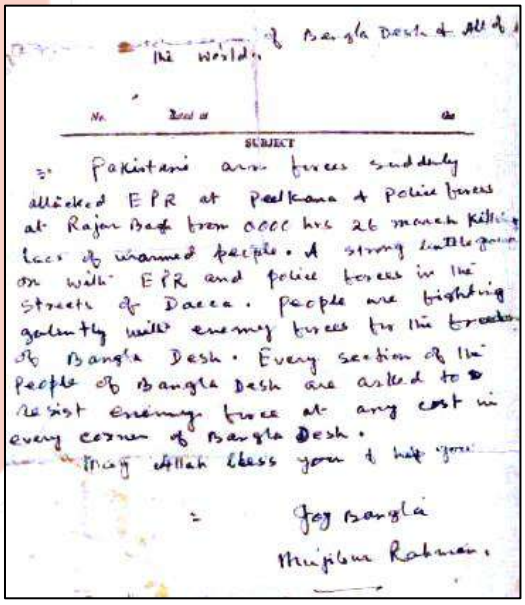

SUBJECT

Pakistani arm forces suddenly attacked EPR at Peelkana & Police forces at Rajar Bag from 0000 hrs 26 march killing lacs of unarmed people. A strong battle going on with EPR and police forces in the streets of Dacca. People are fighting galently with enemy forces for the freedom of Bangla Desh. Every section of the people of Bangla Desh are asked to resist enemy force at any cost in every corner of Bangla Desh.

May Allah bless you & help you.

Joy Bangla

Mujibur Rahman.

২৬ মার্চ, ১৯৭১ কমান্ড্যান্ট মানিক চৌধুরী কর্তৃক প্রাপ্ত বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ওয়্যারলেস বার্তা

২৮ মার্চ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

মুক্তিযুদ্ধকালে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের এবং অবরুদ্ধ এলাকার জনগণের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সৈন্যরা সকল রেডিও স্টেশনের দখল নিয়ে নিলে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতারা চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ বেতার কেন্দ্র হতে যন্ত্রপাতি স্থানান্তরিত করে চট্টগ্রামের কালুরঘাট প্রেরণ কেন্দ্রটিকে বেতার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেন। এর নাম দেওয়া হয় **'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র'**।

- ২৮ মার্চ, ১৯৭১ মেজর জিয়ার অনুরোধে বিপ্লবী শব্দটি বাদ দিয়ে নাম দেওয়া হয় 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'।
- ৩০ মার্চ, ১৯৭১ হানাদার বাহিনীর বোমাবর্ষণের ফলে কেন্দ্রটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।
- ২৫ মে, ১৯৭১ কলকাতার বালিগঞ্জে কেন্দ্রটির দ্বিতীয় পর্যায়ের সম্প্রচার শুরু হয়।
- 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অংশবিশেষ 'বজ্রকণ্ঠ' নামে প্রচারিত হতো।
- স্বাধীন বাংলা বেতারের অত্যন্ত জনপ্রিয় দুটি অনুষ্ঠান ছিল 'চরমপত্র' ও 'জল্লাদের দরবার'। এ অনুষ্ঠানগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করে।

১০ এপ্রিল, মুজিবনগর সরকার

মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স

মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করা, ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে দেখাশোনা করা এবং বহির্বিশ্বে বাঙালি জাতির ভাবমূর্তিকে তুলে ধরার জন্য এ সময়ে 'প্রবাসী সরকার' (Government–in–Exile) গঠনের চিন্তা–ভাবনা চলতে থাকে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল ঘোষিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার আদেশ। ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম এই ঘোষণাপত্রের আইনগত দিকগুলো সংশোধন করে একে পূর্ণতা দান করেন। অবশেষে ১৯৭১ সালে ১০ এপ্রিলের 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আদেশ' অনুযায়ী সে দিনই স্বাধীন 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' গঠন করা হয়। এ সরকার 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিত হয়। মুজিবনগর সরকার ছিল **রাষ্ট্রপতি শাসিত।**

কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর ছিল তখন পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত এবং মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে। মেহেরপুরের ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলার (পরবর্তী নাম মুজিবনগর) আম্রকাননে বহু দেশি–বিদেশি সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা এবং আইনসভার সদস্যদের উপস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল স্বাধীন 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' (মুজিবনগর সরকার) শপথ গ্রহণের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি গৃহীত হয়। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন আইনসভার সদস্য ও প্রখ্যাত আওয়ামী লীগ নেতা **অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী।** মন্ত্রীদের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী ও আব্দুল মান্নান। **'গার্ড অব অনার'** প্রদানকারী দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন মাহবুব উদ্দিন আহমেদ (PSP)। অস্থায়ী রাজধানী করা হয় মুজিব নগরে। মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী সচিবালয় স্থাপন করা হয় **৮নং থিয়েটার রোড, কলকাতায়।** পরবর্তীতে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবস ঘোষণা করা হয়।

যে সমস্ত নেতৃবৃন্দকে নিয়ে মুজিবনগর সরকার কাঠামো গঠিত হয় তাঁরা হলেন–

নাম	পদমর্যাদা ও দায়িত্ব
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	রাষ্ট্রপতি –পদাধিকার বলে সশস্ত্র বাহিনী প্রধান ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক।
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	উপ-রাষ্ট্রপতি – বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন।
তাজউদ্দিন আহমেদ	প্রধানমন্ত্রী – প্রতিরক্ষা, তথ্য প্রচার এবং টেলিযোগাযোগ, অর্থনৈতিক বিষয়, পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন, শিক্ষা স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন সরকার, স্বাস্থ্য, শ্রম এবং সমাজকল্যাণ সংস্থাপন এবং প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত।
ক্যাপ্টেন মনসুর আলী	অর্থমন্ত্রী এবং জাতীয় রাজস্ব, শিল্প ও বাণিজ্য ও পরিবহন মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত।
খন্দকার মোশতাক আহমেদ	পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত।
এ এইচ এম কামারুজ্জামান	স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ত্রাণ, পুনর্বাসন ও কৃষি মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত।
কর্নেল (অব.) এম. এ. জি ওসমানী	সেনাবাহিনীর প্রধান।
কর্নেল (অব.) আব্দুর রব	সেনাবাহিনীর উপপ্রধান-চিফ অব স্টাফ।
গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকার	ডেপুটি চিফ অব স্টাফ।

স্বাধীন বাংলাদেশের নবগঠিত মুজিবনগর সরকারের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং দিকনির্দেশনার জন্য ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে **৮ সদস্য বিশিষ্ট** একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (ভাসানী ন্যাপ), অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ (ন্যাপ আওয়ামী পার্টি), কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড মনি সিং, কংগ্রেসের শ্রী মনোরঞ্জন ধর এবং আওয়ামী লীগের ২ জন এবং মুজিব নগর সরকারের ২জন প্রতিনিধি। উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

- ১৯৭১ সালের ১১ মে মুক্তিকামী জনতার মুখপত্র হিসেবে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক আত্মপ্রকাশ করে **'জয় বাংলা'** পত্রিকা।

১১ এপ্রিল, বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী

যে জনযুদ্ধ এনেছে পতাকা, সেই জনযুদ্ধের দাবিদার এদেশের সাত কোটি বাঙালি। একটি সশস্ত্র যুদ্ধ দেশকে শত্রুমুক্ত করে। এই সশস্ত্র যুদ্ধ একটি নির্বাচিত সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। পরিকল্পিত এই যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১০ এপ্রিল, '৭১ বাংলাদেশ সরকার সমগ্র বাংলাদেশকে ৪টি যুদ্ধাঞ্চলে বিভক্ত করে। এই ৪টি অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিনায়ক ছিলেন –

চট্টগ্রাম অঞ্চল	মেজর জিয়াউর রহমান
কুমিল্লা অঞ্চল	মেজর খালেদ মোশাররফ
সিলেট অঞ্চল	মেজর কে এম সফিউল্লাহ
দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী

পরবর্তীতে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলকে বিভক্ত করে রাজশাহী অঞ্চলে মেজর নাজমুল হক, দিনাজপুর অঞ্চলে মেজর নওয়াজেস উদ্দিন এবং খুলনা অঞ্চলে মেজর জলিলকে দায়িত্ব দেয়া হয়। এছাড়া পাকিস্তানি সৈন্যদের কবল থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার অদম্য বাসনায় ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীরা মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করে ১১ এপ্রিল, ১৯৭১ কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে 'বাংলাদেশ বাহিনী' গঠন করে।

১০ থেকে ১৭ জুলাই, ১৯৭১ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে যুদ্ধ অঞ্চলের অধিনায়কদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। মোট সেক্টর কমান্ডার ছিলেন -১৭ জন।

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ:

সেক্টর	বিস্তৃতি	সদরদপ্তর	কমান্ডার
১	চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ফেনী নদী পর্যন্ত।	হরিণা, ত্রিপুরা	মেজর জিয়াউর রহমান (১০ এপ্রিল থেকে ১০ জুন) মেজর রফিকুল ইসলাম (১০ জুন থেকে ১৬ ডিসেম্বর)
২	নোয়াখালী জেলা, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া – ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত এবং ফরিদপুর ও ঢাকার অংশবিশেষ।	মেলাঘর, ত্রিপুরা	মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর) মেজর এ.টি.এম. হায়দার (সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর)
৩	সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা, কিশোরগঞ্জ মহকুমা, আখাউড়া–ভৈরব রেললাইন থেকে উত্তর–পূর্ব দিকে কুমিল্লা ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ।	হেজামারা, ত্রিপুরা	মেজর কে. এম. শফিউল্লাহ (২৬ এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর) মেজর এ.এন.এম. নূরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর)
৪	সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল এবং খোয়াই–শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন বাদে পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট–ডাউকি সড়ক পর্যন্ত।	প্রথমে করিমগঞ্জ, পরবর্তীতে মাছিমপুর, আসাম	মেজর সি. আর. দত্ত (এপ্রিল থেকে ১৬ ডিসেম্বর)
৫	সিলেট–ডাউকি সড়ক থেকে সিলেট জেলার সমগ্র উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল।	বাঁশতলা, সুনামগঞ্জ	মেজর মীর শওকত আলী (এপ্রিল থেকে ১৬ ডিসেম্বর)
৬	সমগ্র রংপুর জেলা এবং দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমা।	বুড়িমাড়ী, পাটগ্রাম	উইং কমান্ডার এম. কে. বাশার
৭	দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল, বগুড়া, রাজশাহী এবং পাবনা জেলা।	তরঙ্গপুর, পশ্চিমবঙ্গ	মেজর নাজমুল হক (দুর্ঘটনায় নিহত হন) মেজর কাজী নূরুজ্জামান
৮	সমগ্র কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা, ফরিদপুরের অধিকাংশ এলাকা এবং দৌলতপুর–সাতক্ষীরা সড়কের উত্তরাংশ।	কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল থেকে আগস্ট) মেজর এম. এ. মঞ্জুর (জুলাই থেকে ডিসেম্বর)
৯	দৌলতপুর–সাতক্ষীরা সড়ক থেকে খুলনার দক্ষিণাঞ্চল এবং সমগ্র বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা।	টাকি, বসিরহাট, ভারত	মেজর এম. এ. জলিল (জুন থেকে ডিসেম্বর) মেজর জয়নাল আবেদীন
১০	কোনো আঞ্চলিক সীমানা নেই। ৫১৫ জন নৌবাহিনীর কমান্ডো অধীনস্থ। শত্রুপক্ষের নৌযান ধ্বংসের জন্য বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো হতো।	প্রযোজ্য নয়	হেড কোয়ার্টারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এ নৌ কমান্ড বাহিনী গঠিত হয়।
১১	কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে সমগ্র ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা এবং নগরবাড়ি–আরিচা থেকে ফুলছড়ি–বাহাদুরাবাদ পর্যন্ত যমুনা নদী ও তীর অঞ্চল।	মহেন্দ্রগঞ্জ, আসাম	মেজর জিয়াউর রহমান (জুন থেকে আগস্ট) মেজর আবু তাহের (আগস্ট থেকে নভেম্বর) ফ্লাইট লে. এম. হামিদুল্লাহ খান (নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর)

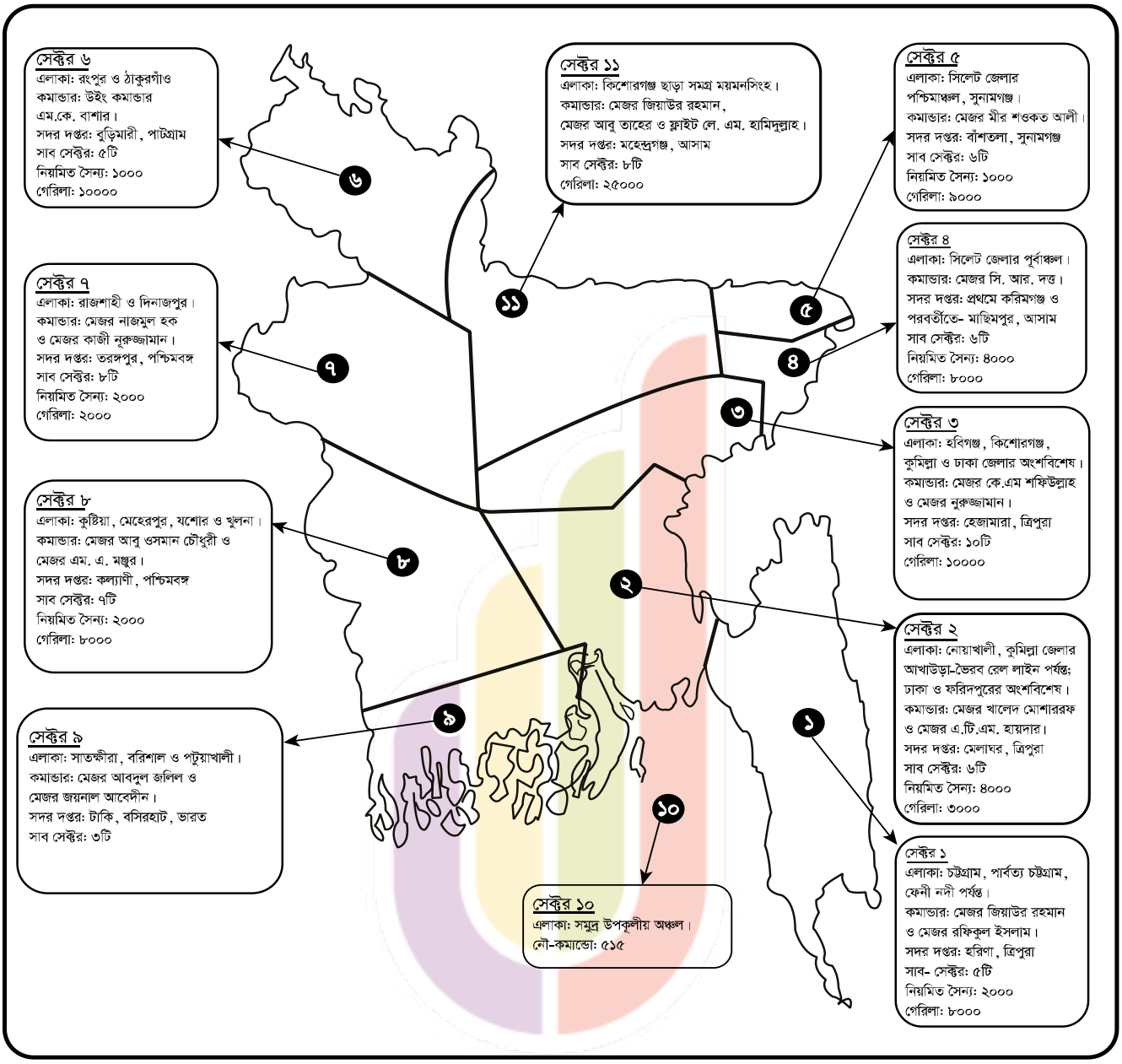

মুক্তিবাহিনী সরকারি পর্যায়ে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা– নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনী। এছাড়াও বিভিন্ন আঞ্চলিক বাহিনী ছিল।

- মুক্তিবাহিনীর 'নিয়মিত বাহিনী' গঠন করা হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (EBR), ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (পরবর্তীতে বাংলাদেশ রাইফেলস বা BDR), পুলিশ, অন্যান্য আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং সাধারণ জনগণ নিয়ে। এই বাহিনী বাংলাদেশব্যাপী **১১টি** সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল এবং নিয়ন্ত্রণ ছিলো সেনাবাহিনীর সদস্যদের হাতে।
- অনিয়মিত বাহিনী গঠন করা হয়েছিলো গেরিলা যুদ্ধে প্রশিক্ষিত যোদ্ধাদের নিয়ে। এই বাহিনীর সদস্যরা ছিলো মূলত ছাত্র, কৃষক, শ্রমজীবী এবং রাজনৈতিক কর্মীরা। তাদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণের পর বিভিন্ন সেক্টরে বিন্যস্ত করা হয়েছিলো। তাদের মূল দায়িত্ব ছিলো বাংলাদেশের ভেতরে পাকিস্তানি আর্মির বিরুদ্ধে গেরিলা কায়দায় অতর্কিত আক্রমণ চালানো এবং যথাসম্ভব ক্ষতিসাধন। এই বাহিনীর সরকারি নাম ছিল গণবাহিনী বা মুক্তিযোদ্ধা (Freedom Fighter) ।
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় **কাদেরিয়া বাহিনী** (টাঙ্গাইল), আফসার বাহিনী (ভালুকা, ময়মনসিংহ), **বাতেন বাহিনী** (টাঙ্গাইল), হেমায়েত বাহিনী (গোপালগঞ্জ, বরিশাল), হালিম বাহিনী (মানিকগঞ্জ), আকবর বাহিনী (মাগুরা), লতিফ মির্জা বাহিনী (সিরাজগঞ্জ, পাবনা), জিয়া বাহিনী (সুন্দরবন) প্রভৃতি। ভারতে আলাদাভাবে গঠিত হয় মুজিব বাহিনী (বিএলএফ)। এছাড়া ছিল ঢাকার গেরিলা দল যা **'ক্র্যাকপ্লাটুন'** নামে পরিচিত। **'ক্র্যাকপ্লাটুন'** এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ২ নং সেক্টরের কমান্ডার খালেদ মোশাররফ।

ব্রিগেডস ফোর্স

১১টি সেক্টর ও ৬৪টি সাবসেক্টর ছাড়াও রণাঙ্গনকে তিনটি ব্রিগেডস ফোর্সে বিভক্ত করা হয়। ফোর্সের নামকরণ করা হয় অধিনায়কদের আদ্যাক্ষর দিয়ে।

ফোর্সের নাম	অধিনায়ক	দপ্তর	তথ্য কণিকা
Z Force	মেজর জিয়াউর রহমান	তেলদহ	▪ গঠন: জুলাই, ১৯৭১। মুক্তিবাহিনীর প্রথম বিগ্রেডস ফোর্স। ▪ যুদ্ধস্থল: কামালপুর, বাহাদুরাবাদ, চিলমারী, গোবিন্দগঞ্জ এলাকায়।
S Force	মেজর কেএম শফিউল্লাহ	ফটিকছড়া	▪ গঠন: অক্টোবর, ১৯৭১। ▪ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে।
K Force	মেজর খালেদ মোশাররফ	মেলাঘর	▪ গঠন: সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। ▪ বিলোনিয়া, শালদা ও কসবা এলাকায় যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় প্রদান করে।

মুক্তিযুদ্ধে বিমান বাহিনী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকারকে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ নিয়োগ করে। তিনি ছিলেন বিমান বাহিনীর সিনিয়র কর্মকর্তা। তিনি প্রবাসী সরকারের নির্দেশনায় ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর 'বাংলাদেশ বিমান বাহিনী' গঠন করেন। ১৮ জন পাইলট এবং ৭০ জন বৈমানিক নিয়ে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী। ভারতীয় বিমানবাহিনী প্রদত্ত একটি অটার, একটি অলওয়েট হেলিকপ্টার এবং একটি ডিসি–৩ ডাকোটা বিমান দিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী যাত্রা শুরু করে।

পাইলটের মধ্যে ছিলেন স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বদরুল আলম, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন আকরাম এবং এয়ারফোর্সের প্রায় ৭০ জন টেকনিশিয়ান। ৩ ডিসেম্বর রাত দুটোর সময় একই সময়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী চট্টগ্রাম বন্দরের নিকটবর্তী অয়েল ডাম্প এবং নারায়ণগঞ্জের কাছে গোদনাইলে বিমান হামলা চালায় এবং এ হামলা খুবই কার্যকরী হয়েছিল। এটি **'অপারেশন কিলো ফ্লাইট'** নামে পরিচিত। এরা মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীকে সহায়তা দিয়েছিল। বিমান বাহিনীর সদস্য হলেও তারা অনেক সময় স্থলবাহিনীর সদস্যদের পাশে দাঁড়িয়ে স্থল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে, অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে বড় ধরনের ৪৫টি অভিযান চালায়। এসব অভিযানে পাকিস্তান নৌবাহিনীর ১২৬টি জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া হয়। সেপ্টেম্বরের পর চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে (মোংলা বন্দর) বিদেশি কোনো জাহাজ ভিড়তে রাজি হয়নি। এর ফলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অস্ত্র ও রসদের সরবরাহ দ্রুত ফুরিয়ে যেতে থাক।

মুক্তিযুদ্ধে নৌবাহিনী

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অধীনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্ম হয়। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে ঐতিহাসিক সেক্টর কমান্ডারদের কনফারেন্সের ঘোষণা মোতাবেক বাংলাদেশ নৌবাহিনী আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাঙালি অফিসার ও নাবিকগণ পশ্চিম পাকিস্তান ত্যাগ করে দেশে এসে বাংলাদেশ নৌবাহিনী গঠন করেন। ভারত থেকে প্রাপ্ত **'পদ্মা'** ও **'পলাশ'** নামের ছোট দুটি গানবোট এবং ৪৯ জন নাবিক নিয়ে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট পরিচালিত নৌ-কমান্ডো বাহিনীর প্রথম অভিযান **'অপারেশন জ্যাকপট'** নামে পরিচিত। এদিন রাতে নৌ-কমান্ডোরা একযোগে মংলা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ বন্দর আক্রমণ করে এবং পাকিস্তান বাহিনীর ২৬ টি পণ্য ও সমরাস্ত্রবাহী জাহাজ ও গানবোট ডুবিয়ে দেয়। নৌবাহিনীর অপারেশনের মধ্যে হিরণ পয়েন্টের মাইন আক্রমণ (১০ নভেম্বর,'৭১), মার্কিন ও ব্রিটিশ নৌযান ধ্বংস (১২ নভেম্বর,'৭১), চালনা (মংলা বন্দরের পূর্ব নাম) বন্দরে নৌ হামলা (২২ নভেম্বর,'৭১), চট্টগ্রাম নৌ অভিযান (৫ ডিসেম্বর,'৭১), পাকিস্তান নৌ ঘাঁটি পিএনএস তিতুমীর অভিযান (১০ ডিসেম্বর,'৭১) উল্লেখযোগ্য। মহান মুক্তিযুদ্ধে নৌবাহিনীর দুঃসাহসিক অভিযানে শত্রুপক্ষ নৌ পথে দিশেহারা হয়ে পড়ে। মহান মুক্তিযুদ্ধে বহুসংখ্যক নৌ সদস্য শাহাদত বরণ করেন। জাতি মহান মুক্তিযুদ্ধে নৌবাহিনীর ভূমিকাকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

যৌথবাহিনীর অভিযান

২১ নভেম্বর, ১৯৭১ মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে **যৌথবাহিনী** গঠিত হয়।

পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ভারতের আগরতলা, অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর, অবন্তিপুর, উত্তরলাই, যোধপুর, আম্বালা ও আগ্রা বিমানঘাঁটিতে আক্রমণ চালায়। বিকেলে কলকাতা প্যারেড গ্রাউন্ডে বিশাল এক জনসভায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভাষণদানকালে এ খবর পান। দিল্লি ফিরে তিনি রাতেই আকাশবাণী দিল্লি বেতার কেন্দ্র থেকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন, "আজ বাংলাদেশের যুদ্ধ ভারতের যুদ্ধে পরিণত হয়েছে।"

ফলে ৩ ডিসেম্বর ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড-এর লে. জে. জগজিৎ সিং অরোরার অধিনায়কত্বে গঠিত হয় বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ড। ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনী মিত্রবাহিনী নাম নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিমান হামলা শুরু করে। ভারতীয় বিমানবাহিনী গভীর রাতেই বাংলাদেশের সব মুক্ত এলাকায় পৌঁছে যায়। সব রুট দিয়ে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এরপর অবিরাম বিমান হামলা চালিয়ে বাংলাদেশের সব বিমান ঘাঁটি অচল করে দেয়। কুর্মিটোলা এয়ারপোর্টে ৫০ টন বোমা ফেলা হয়। পাকিস্তানের এক ডজনের উপর বিমান বিধ্বস্ত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুক্ত হওয়া ভারতীয় বিমান হামলায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত অধ্যায়।

৬ ডিসেম্বর,'৭১ ভারত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে মুক্তিবাহিনীর মনোবল বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকে। ফলে পাকিস্তানি সৈন্যদের পরাজয় ও আত্মসমর্পণ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

১৪ ডিসেম্বর, বুদ্ধিজীবী হত্যা

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইটের শুরু থেকে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার লক্ষ্যে দেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়। ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ থেকে যৌথবাহিনীর আক্রমণের ফলে পাকিস্তানের পরাজয় যখন নিশ্চিত তখন তারা বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার নীল নকশা তৈরি করে। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী আলবদর ও আল-শামসের সহায়তায় বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা প্রণয়ন করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, সঙ্গীতজ্ঞদের ধরে নিয়ে নির্মম নির্যাতন করে হত্যা করে। ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চ থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, শহীদুল্লা কায়সার, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, চিকিৎসক ডা. ফজলে রাব্বী ও ডা. আলিম চৌধুরী, সাংবাদিক নিজামউদ্দিন ও সিরাজউদ্দিন হোসেন, দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা, নৃতন চন্দ্র সিংহ, রাজনীতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মশিউর রহমান, লেখিকা সেলিনা পারভীন ও মেহেরুন্নেসা, সাহিত্যিক শহীদ সাবের ও আনোয়ার পাশা, সঙ্গীতজ্ঞ আলতাফ মাহমুদের মতো বরেণ্য ব্যক্তিগণ।

বিজয় অর্জনের পরে এসব সূর্য সন্তানদের লাশ রায়ের বাজারসহ বিভিন্ন বধ্যভূমিতে পাওয়া যায়। এই অপরাধের দায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশি দোসর **রাজাকার, আলবদর, আল-শামস** বাহিনীর উপর বর্তায়। এই পরিকল্পিত গণহত্যা চালাতে গিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা এদেশে অনেক বধ্যভূমি তৈরি করেছে। এর মধ্যে কয়েকটি বড় বধ্যভূমি হলো ঢাকার রায়েরবাজার, চট্টগ্রামের পাহাড়তলি, খুলনার খালিশপুর, সিলেটের শমসেরনগর ইত্যাদি। সারাদেশে বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায় নির্জন নদীতীর ও চা বাগানেও অসংখ্য বধ্যভূমি গড়ে তুলেছিল ঘাতকরা।

পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের মিত্র আল বদর বাহিনী বাঙালির তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে এক কলঙ্কময় ইতিহাসের সৃষ্টি করে। প্রতিবছর **১৪ ডিসেম্বর 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস'** হিসেবে পালিত হয়।

১৬ ডিসেম্বর, চূড়ান্ত বিজয় ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ

যৌথবাহিনী ঢাকা শহরের মাত্র ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে এসে পৌঁছালে উপায়ান্তর না দেখে ১৫ ডিসেম্বর লে. জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজী, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীসহ বাংলাদেশে যুদ্ধরত উর্ধ্বতন পাকিস্তানি সেনা, সব কর্মকর্তারা মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তা মিত্রবাহিনীকে জানিয়ে দেয়। ১৫ ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস মারফত লে. জেনারেল নিয়াজী প্রস্তাব পাঠান যে, তিনি শর্তসাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করতে চান। তার না দেয়া প্রধান শর্ত হলো "পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সবাইকে নিজ দেশে চলে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে এবং কাউকে গ্রেপ্তার করা চলবে না।" কিন্তু যৌথবাহিনী তাৎক্ষণিক সে প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে জানায় যে, "বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তবে আত্মসমর্পণ করলে যুদ্ধবন্দীরা জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী ব্যবহার পাবে"। দিল্লির মার্কিন দূতাবাস মারফত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সেনাধ্যক্ষ লে. জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজীকে জানিয়ে দেয়া হয়; আমাদের প্রস্তাব ভেবে দেখার জন্য আপনাকে ১৬ তারিখ সকাল ৯টা পর্যন্ত সময় দেয়া হলো। ভারতীয় বিমান বাহিনী ঐ সময় পর্যন্ত কোনো আক্রমণ করবে না। কিন্তু সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী যথারীতি অগ্রসর হতে থাকবে। যদি সকাল ৯টার মধ্যে আত্মসমর্পণের খবর না পাই তাহলে, তখন থেকে আবার বিমান বাহিনীর আক্রমণ পুরোদমে শুরু হবে। ঢাকার ভিতরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ

১৬ ডিসেম্বর সকাল দশটায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৪ ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল জামশেদ ঢাকার মিরপুর ব্রিজের কাছে অপেক্ষমাণ ভারতীয় মেজর জেনারেল গন্ধব নাগরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ভারতীয় মিত্রবাহিনী ও বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী সকাল ১০.৪০ মিনিটে ঢাকা নগরীতে প্রবেশ করেন বীরের বেশে, মাথা উঁচু করে। মেজর জেনারেল নাগরা ও কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী ঢাকায় প্রবেশ করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভারতীয় লে. জেনারেল জ্যাকব হেলিকপ্টারে ঢাকায় পৌঁছান। জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজী তাঁকে বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জানান। আত্মসমর্পণের দলিল তৈরি হয়। বিকেল ৪টা নাগাদ সদলবলে ঢাকা পৌঁছান মিত্রবাহিনীর পূর্বাঞ্চল প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।

এ দিন বিকেল **৪.৩১ মিনিটে** পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড-এর **অধিনায়ক লে. জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজী** প্রায় ৯৩ হাজার সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রসহ ঢাকার **রমনার রেসকোর্স** বা ঘোড়দৌড় ময়দানে (বর্তমানের **সোহরাওয়ার্দী উদ্যান**) সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন জোনের তথা যৌথ বাহিনীর প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

- **চূড়ান্ত বিজয়:** ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ (২ রা পৌষ, ১৩৭৮) রোজ বৃহস্পতিবার, বিকাল ৪ টা।
- **স্থান:** ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)।
- **পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ:** যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণকারী সৈন্য: ৯১,৬৩৪ জন (প্রচলিত: ৯৩ হাজার)।
- ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ দলিলটির শিরোনাম ছিল Instrument of Surrender.
- **আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন:** ২ জন। যথা– (১) মিত্রবাহিনীর ভারতের পক্ষে: লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা (২) পাকিস্তানের পক্ষে: আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী।
- **বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন:** এ. কে. খন্দকার।

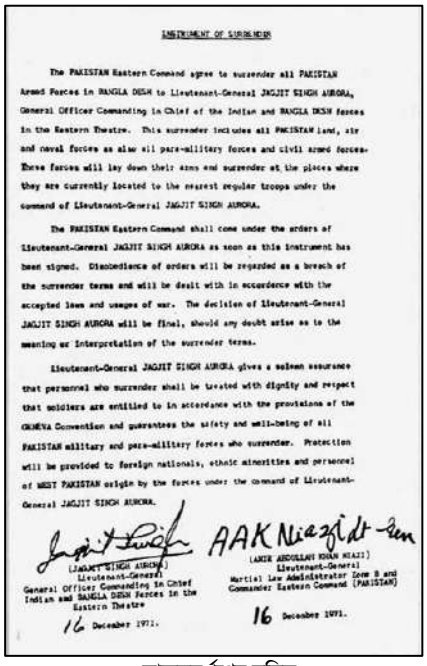

INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
Indian and BANGLA DESH Forces in the Eastern Theatre
16 December 1971.

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (PAKISTAN)
16 December 1971.

আত্মসমর্পণের দলিল

মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা

- **ভারতের ভূমিকা:** বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি সমর্থন জানায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত। দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী যে নারকীয় গণহত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, ভারত তা বিশ্ববাসীর নিকট সার্থকভাবে তুলে ধরে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের ৯৮,৯৯,৩০৫ শরণার্থীকে সেবাযত্ন করায় ইন্দিরা গান্ধীকে যীশু খ্রীষ্টের কাজের সাথে তুলনা করেছেন মাদার তেরেসা। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের যুগান্তর, আনন্দবাজার, অমৃত বাজার, হিন্দুস্তান টাইমস, স্ট্যান্ডার্ড ইত্যাদি পত্রিকা সোচ্চার ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের সহযোগিতার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দিক ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেয়া।
- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা:** বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকার সরকারি নীতি ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। প্রথম দিকে অস্ত্র এবং সমর্থন দিয়ে মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে সহায়তা করে। তবে নিজ দেশের বিরোধী দলের চাপে মার্কিন সরকার ভারতে অবস্থানরত বাঙালি শরণার্থীদেরও সহায়তা দিয়েছিল। একাত্তরের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রচণ্ড ভারত-বিরোধী ও পাকিস্তান-ঘেঁষা নীতি অনুসরণ করতে থাকে। স্বভাবতই তাদের এ ভূমিকা বাংলাদেশের বিপক্ষে যায়। এ সময় যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সমর্থন স্বরূপ ৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ভারত মহাসাগরে তাদের সপ্তম নৌবহর পাঠায়। এর প্রতিবাদে রাশিয়া অষ্টম নৌবহর পাঠালে সপ্তম নৌবহর ফেরত যায়।

  পাকিস্তানের পরাজয়ের মুখে যুদ্ধ বিরতি ঘটিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে ভণ্ডুল করতেও জাতিসংঘে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। তবে মার্কিন আইনসভা কংগ্রেস ও সিনেটের অনেক সদস্য, বিভিন্ন সংবাদপত্র, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদসহ প্রায় সর্বস্তরের মার্কিন জনগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা পালন করে।

  নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন প্রাঙ্গনে ব্রিটিশ শিল্পী জর্জ হ্যারিসন ও ভারতের পণ্ডিত রবি শংকর ১ আগস্ট, ১৯৭১ 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' আয়োজন করে তা থেকে প্রাপ্ত অর্থ মুজিবনগর সরকাররের কাছে তুলে দেন।
- **সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা:** আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রেখেছিল। এপ্রিলের শুরুতেই সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পোদগর্নি বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে চিঠি দেন। এছাড়া, তিনি ইয়াহিয়াকে জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য বলেন। ৩রা ডিসেম্বর চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবিরতি বিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য ছিল যেন যৌথবাহিনীর সামরিক বিজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ পায়। এই বাহিনী ঢাকা দখল করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যেকোনো প্রকারে যুদ্ধবিরতির পদক্ষেপকে ঠেকিয়ে রাখাই নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েতের ভেটো দানের উদ্দেশ্য ছিল। তাদের এ উদ্দেশ্য সফল হয়।
- **চীনের ভূমিকা:** পৃথিবীব্যাপী আধিপত্যের লড়াইয়ে ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরোধ যখন স্পষ্ট তখন রাশিয়ার ক্রুশ্চেভ প্রশাসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি ঘোষণা করলে একে কেন্দ্র করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে রাশিয়ার প্রভাব ঠেকানোর জন্য চীনও একই পথে পা বাড়ায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চীন টেবিল টেনিস কূটনীতির মাধ্যমে একটি সম্পর্ক গড়ে নেয়। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকায় চীন পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। এছাড়া, জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভে চীন ভেটো দেয়। এভাবে চীনের বিরোধীতা বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়ার পরও দু'তিন বছর অব্যাহত ছিল।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ

দেশের নাম	রাষ্ট্রপতি	প্রধানমন্ত্রী	দেশের নাম	রাষ্ট্রপতি	প্রধানমন্ত্রী
ভারত	বরাহগিরি ভেঙ্কট গিরি	শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী	ব্রিটেন	–	এডওয়ার্ড হিথ
যুক্তরাষ্ট্র	রিচার্ড নিক্সন	–	চীন	–	চৌ এন-লাই
সোভিয়েত ইউনিয়ন	নিকোলাই পদগোর্নি	আলেক্সই কোসিগিনি	✪ জাতিসংঘের মহাসচিব – উ থান্ট		

মুক্তিযুদ্ধে বিরোধীতাকারী আঞ্চলিক সংগঠন

- ❑ **শান্তি কমিটি:** ৪ এপ্রিল, ১৯৭১ জনাব নুরুল আমিনের নেতৃত্বে অধ্যাপক গোলাম আজম ও খাজা খয়েরউদ্দীন জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন এবং নাগরিক কমিটি গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। ৯ এপ্রিল, ১৯৭১ ঢাকায় ১৪০ সদস্য নিয়ে 'ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটি' গঠিত হয়।
- ❑ **রাজাকার বাহিনী:** ১৯৭১ সালের মে মাসে মাওলানা এ কে এম ইউসুফের নেতৃত্বে ৯৬ জন কর্মী নিয়ে খুলনা আনসার ক্যাম্পে এই বাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০,০০০। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান সহযোগী হিসেবে এ বাহিনী দায়িত্ব পালন করে।
- ❑ **আলবদর বাহিনী:** জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ছাত্রসংঘের সদস্যদের নিয়ে ১৯৭১ এর আগস্ট মাসে ময়মনসিংহে এ বাহিনী গঠিত হয়। সম্পূর্ণ ধর্মীয় আদর্শের অপব্যবহার করে এই বাহিনী গঠন ও কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ঘটানো এই বাহিনীর কার্যাবলির অন্যতম।
- ❑ **ডা. মালিক মন্ত্রিসভা:** পাকিস্তান সরকার বহির্বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার জন্য সামরিক গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানকে সরিয়ে তার জায়গায় বেসামরিক ব্যক্তি ডা. আবদুল মোতালেব মালিককে গভর্নর নিযুক্ত করেন। তার নেতৃত্বে ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তথাকথিত বেসামরিক সরকার গঠিত হয়। ১০ সদস্যবিশিষ্ট মালিক মন্ত্রিসভা বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ১৪ ডিসেম্বর এ সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের খেতাব

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ইউনিট, সেক্টর, ব্রিগেডস থেকে পাওয়া খেতাবের জন্য সুপারিশসমূহ এয়ার ভাইস মার্শাল এ.কে খন্দকারের নেতৃত্বে একটি কমিটি দ্বারা নিরীক্ষা করা হয়। এরপর ১৯৭৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খেতাব তালিকায় স্বাক্ষর করেন। ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বরের পূর্বে নির্বাচিত সকল মুক্তিযোদ্ধাকে খেতাব প্রদান করা হয়।

সর্বমোট খেতাব প্রদান	**৬৭২ জনকে**
বীরত্বসূচক উপাধিসমূহ প্রদান	(১) বীরশ্রেষ্ঠ – ৭ জন (২) বীরউত্তম – ৬৭জন (৩) বীরবিক্রম – ১৭৪ জন (৪) বীরপ্রতীক – ৪২৪ জন
বিদেশি বন্ধুদের প্রদত্ত সম্মাননা	(১) বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা –১ জন (ইন্দিরা গান্ধীকে) (২) বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা – ১৫ জন (৩) বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মাননা – ৩১২ জন ও ১০টি সংগঠন
বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত মহিলা	১. ক্যাপ্টেন ডা. সেতারা বেগম, বীরপ্রতীক (২ নং সেক্টর) ২. তারামন বিবি, বীরপ্রতীক (১১ নং সেক্টর)
একমাত্র খেতাবপ্রাপ্ত চাকমা আদিবাসী নাগরিক	ইউ কে চিং (বীরবিক্রম)
বিদেশি খেতাবপ্রাপ্ত (বীরপ্রতীক) মুক্তিযোদ্ধা	ডব্লিউ. এ. এস. ওডারল্যান্ড (জন্ম নেদারল্যান্ড, নাগরিক অস্ট্রেলিয়ার)
মুক্তিবেটি নামে পরিচিত	কাঁকন বিবি; তাঁর আসল নাম- কাঁকাত হেনিনচিতা (খাসিয়া সম্প্রদায়)
সর্বকনিষ্ঠ (১২ বছর) খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা	শহীদুল ইসলাম (বীরপ্রতীক), ১১ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন।

✪ সর্বশেষ খেতাবপ্রাপ্ত বীরউত্তম ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিল আহমেদ (কর্নেল জামিল নামেই পরিচিত)। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেহরক্ষী হিসেবে কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত হন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ এ বীরোচিত ভূমিকার জন্য ২০১০ সালে সরকার তাঁকে মরণোত্তর **'বীরউত্তম'** খেতাবে ভূষিত করেন। **মুক্তিযুদ্ধে** বীরত্বের জন্য খেতাবপ্রাপ্ত বীরউত্তম ৬৭ জন। কিন্তু **মোট খেতাবপ্রাপ্ত** বীরউত্তম ৬৮ জন। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল চৌধুরী হাসান সোহরাওয়ার্দী ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোজাফ্ফর আহমেদকে বীরবিক্রম খেতাব দেয়া হয়। তাই মুক্তিযুদ্ধে ১৭৪ জন বীরবিক্রম খেতাব পেলেও মোট বীরবিক্রম খেতাবপ্রাপ্ত ১৭৬ জন।

✪ জাতির পিতার আত্মস্বীকৃত ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত চার খুনির মুক্তিযুদ্ধের খেতাব বাতিল করেছে সরকার। এ বিষয়ে ৬ জুন, ২০২১ সালে প্রজ্ঞাপন জারি করে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়। যাদের খেতাব বাতিল করা হয়েছে তারা হলো – লে. কর্নেল শরিফুল হক ডালিম (বীরউত্তম, গেজেট নং ২৫), লে. কর্নেল এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী (বীরবিক্রম, গেজেট নং ৯০), লে. এ এম রাশেদ চৌধুরী (বীরপ্রতীক, গেজেট নং ২৬৭) এবং নায়েক সুবেদার মোসলেম উদ্দিন খান (বীরপ্রতীক, গেজেট নং ৩২৯)।

বীরশ্রেষ্ঠদের পরিচয়

বীরশ্রেষ্ঠ বীরত্বের জন্য প্রদত্ত বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সামরিক পুরস্কার। যুদ্ধক্ষেত্রে অতুলনীয় সাহস ও আত্মত্যাগের নিদর্শন স্থাপনকারী যোদ্ধার স্বীকৃতিস্বরূপ এই পদক দেয়া হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ সাতজন মুক্তিযোদ্ধাকে এই পদক দেয়া হয়েছে।

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান:

জন্ম/জন্মস্থান	২৯ অক্টোবর, ১৯৪১; 'মোবারক লজ' ১০৯, আগা সাদেক রোড, ঢাকা। পৈতৃক নিবাস: রায়পুরা, নরসিংদী।
কর্মস্থল	বিমানবাহিনী
শহিদ হন	২০ আগস্ট, ১৯৭১; ভারতীয় সীমান্তের বিন্দাগ্রামের থাট্টায়।
গেজেট নং	০৫
সমাহিত	প্রথমে মাসরুর বিমান ঘাঁটি, করাচি, পাকিস্তান। পরে মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান, ঢাকা।

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান

ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর: (শেষ শহিদ বীরশ্রেষ্ঠ)

জন্ম/জন্মস্থান	৭ মার্চ, ১৯৪৯; রহিমগঞ্জ, আগরপুর, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।
কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
শহিদ হন	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১; রেহাইচর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
যুদ্ধের সেক্টর	৭নং সেক্টর (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)
গেজেট নং	০১
সমাহিত	ছোট সোনা মসজিদ, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর (শেষ শহিদ বীরশ্রেষ্ঠ)

সিপাহী মোহাম্মদ হামিদুর রহমান:

জন্ম/জন্মস্থান	২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩; ঝিনাইদহ জেলা শহরের অদূরে কালিগঞ্জের খদ্দখালিশপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।
কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
শহিদ হন	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১; ধলই, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
যুদ্ধের সেক্টর	৪নং সেক্টর (মৌলভীবাজার)
গেজেট নং	০২
সমাহিত	প্রথমে হাতিমারাছড়া, আমবাসা, ধলই, ত্রিপুরা। পরে মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান, ঢাকা।

সিপাহী মোহাম্মদ হামিদুর রহমান

সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল:

জন্ম/জন্মস্থান	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৭; পশ্চিম হাজীপুর, দৌলতখান, ভোলা।
কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
শহিদ হন	১৮ এপ্রিল, ১৯৭১; দরুইন, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
যুদ্ধের সেক্টর	২নং সেক্টর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
গেজেট নং	০৩
সমাহিত	দরুইন, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

ল্যান্স নায়েক নুর মোহাম্মদ শেখ:

জন্ম/জন্মস্থান	২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬; মহিষখোলা, চণ্ডিবরপুর, নড়াইল।
কর্মস্থল	ইপিআর
শহিদ হন	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১; যশোরের গোয়ালহাটি গ্রামে।
যুদ্ধের সেক্টর	৮নং সেক্টর (যশোর)
গেজেট নং	০৭
সমাহিত	কাশিপুর, শার্শা, যশোর।

ল্যান্স নায়েক নুর মোহাম্মদ শেখ

সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল

ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ (বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে প্রথম শহিদ)

ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার রুহুল আমিন

ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার রুহুল আমিন:

জন্ম/জন্মস্থান	জুন, ১৯৩৫; বাঘচাপড়া, দেউটি, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী।
কর্মস্থল	নৌবাহিনী
শহিদ হন	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১; খুলনা (রূপসা নদীতে)।
যুদ্ধের সেক্টর	১০নং সেক্টর (নৌবাহিনী)
গেজেট নং	০৪
সমাহিত	বাগমারা, রূপসা, খুলনা।

ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ: (বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে প্রথম শহিদ)

জন্ম/জন্মস্থান	১৯৪৩ সালের ৮মে ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার (পূর্বে বোয়ালমারী উপজেলার অন্তর্গত) সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
কর্মস্থল	ইপিআর
শহিদ হন	৮ এপ্রিল, ১৯৭১; রাঙামাটি জেলার ননিয়ার চর উপজেলার বুড়িঘাট এলাকার চিংড়ি খালের পাড়ে।
যুদ্ধের সেক্টর	১নং সেক্টর (রাঙামাটি)
গেজেট নং	০৬
সমাহিত	ননিয়ার চর, রাঙামাটি।

✪ সাত জন বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে –

সেনাবাহিনীর – ৩জন	ইপিআর – ২ জন	নৌবাহিনীর – ১ জন	বিমান বাহিনীর – ১ জন

✪ সাধারণত যে যে নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছে তাঁর কবর সেই সেক্টরেই রয়েছে। **ব্যতিক্রম** – বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান ও বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান।

✪ ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ কে কোন সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন মনে রাখার টেকনিক: **আজ হাজারো মোম এর নূর জ্বলে**

১. আজ= আব্দুর রউফ (১)

২. হা= হামিদুর রহমান (৪)

৩. জা= জাহাঙ্গীর (৭)

৪. রো= রুহুল আমিন (১০)

৫. মো= মোস্তফা কামাল (২)

৬. ম= মতিউর রহমান (কোনো সেক্টরে যুদ্ধ করেননি)

৭. নূ= নূর মোহাম্মদ (৮)

সেক্টর: ১,৪,৭,১০,২,০,৮ (বাংলাদেশের আয়তন এক লক্ষ ৪৭ হাজার এর সাথে মিল রেখে উপরের সংখ্যাটিকে মনে রাখতে পারেন ১ কোটি ৪৭ লক্ষ ১০ হাজার ২০৮)

বিভিন্ন দেশ কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান

দেশের নাম	সময়কাল	দেশের নাম	সময়কাল
ভুটান (প্রথম স্বীকৃতিদানকারী দেশ)	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	জাপান	১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
ভারত	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	ফ্রান্স	১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
পূর্ব জার্মানি	১১ জানুয়ারি, ১৯৭২	কানাডা	১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
পোল্যান্ড	১২ জানুয়ারি, ১৯৭২	যুক্তরাষ্ট্র	৪ এপ্রিল, ১৯৭২
মায়ানমার	১৩ জানুয়ারি, ১৯৭২	ব্রাজিল	১৫ মে, ১৯৭২
সোভিয়েত ইউনিয়ন	২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২	ইরাক	৮ জুলাই, ১৯৭২
অস্ট্রেলিয়া	৩১ জানুয়ারি, ১৯৭২	পাকিস্তান	২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪
সেনেগাল	১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২	ইরান	২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪
যুক্তরাজ্য	৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২	চীন	৩১ আগস্ট, ১৯৭৫
অস্ট্রিয়া	৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২	সৌদি আরব	১৬ আগস্ট, ১৯৭৫

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দেশসমূহ

✪ স্বীকৃতিদানকারী প্রথম ইউরোপীয়/ সমাজতান্ত্রিক দেশ – পূর্ব জার্মানি।	✪ প্রথম উত্তর আমেরিকান দেশ – বার্বাডোস।
✪ প্রথম আরব/ মুসলিম/ মধ্যপ্রাচ্যের দেশ – ইরাক।	✪ প্রথম দক্ষিণ আমেরিকান দেশ – ভেনিজুয়েলা।
✪ প্রথম অনারব মুসলিম/ আফ্রিকান মুসলিম দেশ – সেনেগাল।	✪ প্রথম এশীয় মুসলিম দেশ – মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া
✪ প্রথম পশ্চিমা দেশ – গ্রেট ব্রিটেন	
✪ প্রথম ওশেনিয়ান দেশ– টোঙ্গা	✪ প্রথম উপসাগরীয় দেশ – কুয়েত

বিগত বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

০১। ১৯৪৮-৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় ভাষা দিবস হিসেবে কোন দিনটিকে পালন করা হতো? [৪২তম বিসিএস (স্বাস্থ্য)]
(ক) ২৫ শে জানুয়ারি (খ) ১১ ই ফেব্রুয়ারি (গ) ১১ ই মার্চ (ঘ) ২৫ শে এপ্রিল

০২। ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকার নাম কি? [৪২তম বিসিএস (স্বাস্থ্য)]
(ক) জয় বাংলা (খ) বাংলাদেশ (গ) স্বাধীনতা (ঘ) মুক্তির ডাক

০৩। ১৯৭১ সালে The Concert for Bangladesh কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? [৪২তম বিসিএস (স্বাস্থ্য)]
(ক) চট্টগ্রাম (খ) কলকাতা (গ) লন্ডন (ঘ) নিউইয়র্ক

০৪। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে কোন সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? [৪২তম বিসিএস (স্বাস্থ্য)]
(ক) তমদ্দুন মজলিস (খ) ভাষা পরিষদ (গ) মাতৃভাষা পরিষদ (ঘ) আমারা বাঙালি

০৫। ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? [৪১তম বিসিএস, ১৩তম বিসিএস]
(ক) নুরুল আমিন (খ) লিয়াকত আলী খান (গ) মোহাম্মদ আলী (ঘ) খাজা নাজিমুদ্দীন

০৬। ঐতিহাসিক ছয় দফায় যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না? [৪১তম বিসিএস]
(ক) শাসনতান্ত্রিক কাঠামো (খ) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা (গ) স্বতন্ত্র মুদ্রা ব্যবস্থা (ঘ) বিচার ব্যবস্থা

০৭। মুক্তিযুদ্ধকালে কোলকাতার ৮, থিয়েটার রোডে বাংলাদেশ বাহিনী কখন গঠন করা হয়? [৪১তম বিসিএস]
(ক) এপ্রিল ১০, ১৯৭১ (খ) এপ্রিল ১১, ১৯৭১ (গ) এপ্রিল ১২, ১৯৭১ (ঘ) এপ্রিল ১৩, ১৯৭১

০৮। পাকিস্তান কবে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়? [৪১তম বিসিএস]
(ক) ফেব্রুয়ারি ২০, ১৯৭৪ (খ) ফেব্রুয়ারি ২১, ১৯৭৪ (গ) ফেব্রুয়ারি ২২, ১৯৭৪ (ঘ) ফেব্রুয়ারি ২৩, ১৯৭৪

০৯। কে বীরশ্রেষ্ঠ নয়? [৪১তম বিসিএস]
(ক) হামিদুর রহমান (খ) মোস্তফা কামাল (গ) মুন্সি আব্দুর রহিম (ঘ) নূর মোহাম্মদ শেখ

১০। কোন বীরশ্রেষ্ঠের দেহাবশেষ বাংলাদেশে এনে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের কবরের পাশে সমাহিত করা হয়? [৪১তম বিসিএস]
(ক) সিপাহী মোস্তফা কামাল (খ) ল্যান্স নায়েক মুন্সি আবদুর রউফ
(গ) ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ (ঘ) সিপাহী হামিদুর রহমান

১১। আওয়ামী লীগের ৬-দফা পেশ করা হয়েছিল- [৪০তম বিসিএস, ৩৬তম বিসিএস, ১৩তম বিসিএস]
(ক) ১৯৬৬ সালে (খ) ১৯৬৭ সালে (গ) ১৯৬৮ সালে (ঘ) ১৯৬৯ সালে

১২। বঙ্গবন্ধুসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মোট আসামি সংখ্যা ছিল কত জন? [৪০তম বিসিএস]
(ক) ৩৪ জন (খ) ৩৫ জন (গ) ৩৬ জন (ঘ) ৩২ জন

১৩। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘের কোন দেশ বাংলাদেশের পক্ষে 'ভেটো' প্রদান করেছিলেন? [৪০তম বিসিএস]
(ক) যুক্তরাজ্য (খ) ফ্রান্স (গ) যুক্তরাষ্ট্র (ঘ) সোভিয়েত

১৪। মুজিবনগর সরকার কখন গঠিত হয়? [৩৯তম বিসিএস (স্বাস্থ্য)]
(ক) ১২ই এপ্রিল, ১৯৭১ (খ) ১০ই এপ্রিল, ১৯৭১ (গ) ১৪ই এপ্রিল, ১৯৭১ (ঘ) ১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১

১৫। মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌ-কমান্ডো গঠিত হয় কোন সেক্টর নিয়ে? [৩৯তম বিসিএস (স্বাস্থ্য)]
(ক) ১০ নং সেক্টর (খ) ১১ নং সেক্টর (গ) ৮ নং সেক্টর (ঘ) ৯ নং সেক্টর

১৬। ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণা করা হয় ১৯৬৬ সালের- [৩৮তম বিসিএস]
(ক) ফেব্রুয়ারিতে (খ) মে মাসে (গ) জুলাই মাসে (ঘ) আগস্টে

১৭। মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কে ছিলেন? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী (খ) তাজউদ্দীন আহমদ
(গ) এ.এইচ. এম কামরুজ্জামান (ঘ) খন্দকার মোশতাক আহমদ

১৮। কিসের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন হয়েছিল? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) দ্বি-জাতি তত্ত্ব (খ) সামাজিক চেতনা (গ) অসাম্প্রদায়িকতা (ঘ) বাঙালি জাতীয়তাবাদ

১৯। ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্ত ছিলেন না– [৩৮তম বিসিএস]
(ক) শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক (খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
(গ) মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (ঘ) নবাব স্যার সলিমুল্লাহ

২০। বাংলাদেশে মর্যাদা অনুসারে ৩য় বীরত্বসূচক খেতাব– [৩৭তম বিসিএস]
(ক) বীরপ্রতীক (খ) বীরশ্রেষ্ঠ (গ) বীরউত্তম (ঘ) বীরবিক্রম

২১। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল– [৩৭তম বিসিএস]
(ক) ধানের শীষ (খ) নৌকা (গ) লাঙ্গল (ঘ) বাইসাইকেল

২২। ঐতিহাসিক ৬-দফাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) বিল অব রাইটস (খ) ম্যাগনাকার্টা (গ) পিটিশন অব রাইটস (ঘ) মুখ্য আইন

২৩। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম অনারব মুসলিম দেশ কোনটি? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) ইন্দোনেশিয়া (খ) মালয়েশিয়া (গ) মালদ্বীপ (ঘ) পাকিস্তান
ব্যাখ্যা: বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম অনারব মুসলিম দেশ মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া, প্রথম আফ্রিকান মুসলিম দেশ সেনেগাল এবং প্রথম আরব দেশ ইরাক।

২৪। সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২ (খ) ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ (গ) ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ (ঘ) ২০ জানুয়ারি ১৯৫২

২৫। বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ভাষণের সময়কালে পূর্ব পাকিস্তানে যে আন্দোলন চলছিল সেটি হলো: [৩৬তম বিসিএস]
(ক) ইসলামাবাদের সামরিক সরকার পদত্যাগের আন্দোলন (খ) পূর্ব পাকিস্তানের অসহযোগ আন্দোলন
(গ) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পদত্যাগ আন্দোলন (ঘ) মার্শাল 'ল' পদত্যাগের আন্দোলন

২৬। ২৬ মার্চ ১৯৭১-এর স্বাধীনতা ঘোষণা বঙ্গবন্ধু জারী করেন- [৩৬তম বিসিএস]
(ক) বেতার/রেডিওর মাধ্যমে (খ) ওয়্যারলেসের মাধ্যমে
(গ) টেলিগ্রামের মাধ্যম (ঘ) টেলিভিশনের মাধ্যমে

২৭। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তান গণপরিষদ কোন তারিখে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) ৯ মে, ১৯৫৪ (খ) ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩ (গ) ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ (ঘ) ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২
ব্যাখ্যা: ৭ মে, ১৯৫৪ পাকিস্তানের গণপরিষদ কর্তৃক বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃত প্রদান করা হয়।

২৮। মুক্তিযুদ্ধকালীন কোন তারিখে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) ২৫ মার্চ ১৯৭১ (খ) ২৬ মার্চ ১৯৭১ (গ) ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ (ঘ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

২৯। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ কোনটি? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) যুক্তরাজ্য (খ) পূর্ব জার্মানি (গ) স্পেন (ঘ) গ্রিস

৩০। পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রথম দাবি কে উত্থাপন করেন? [৩৫তম বিসিএস, ২৪তম বিসিএস (বাতিল)]
(ক) আব্দুল মতিন (খ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
(গ) শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

৩১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (খ) জেনারেল এম. এ. জি ওসমানী
(গ) কর্নেল শফিউল্লাহ (ঘ) মেজর জিয়াউর রহমান

৩২। ১৯৭১ সনের কত তারিখে মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়? [৩৪তম বিসিএস]
(ক) ৭ মার্চ ১৯৭১ খ্রি. (খ) ২৬ মার্চ ১৯৭১ খ্রি. (গ) ১০ এপ্রিল ১৯৭১ খ্রি. (ঘ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রি.

৩৩। মুজিবনগর কোন জেলায় অবস্থিত? [৩৩তম বিসিএস, ২০তম বিসিএস]
(ক) যশোর (খ) কুষ্টিয়া (গ) মেহেরপুর (ঘ) চুয়াডাঙ্গা

৩৪। বাংলাদেশের প্রথম প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? [৩৩তম বিসিএস]
(ক) মে. জে. জিয়াউর রহমান (খ) মে. জে. সফিউল্লাহ (গ) লে. জে. এইচ. এম এরশাদ (ঘ) জে. আতাউল গনি ওসমানী

৩৫। ৬-দফা দাবি কোথায় উত্থাপিত হয়? [৩০তম বিসিএস, ২২তম বিসিএস, ১৮তম বিসিএস]
(ক) ঢাকা (খ) লাহোর (গ) দিল্লি (ঘ) চট্টগ্রাম

৩৬। বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতিদানকারী দেশ কোনটি? [২৯তম বিসিএস]
(ক) ভারত (খ) শ্রীলংকা (গ) মায়ানমার (ঘ) রাশিয়া
ব্যাখ্যা: প্রশ্নে উল্লেখিত দেশগুলোর মধ্যে ভারত প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে। তবে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দেশ ভুটান। উভয় দেশেই ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

৩৭। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? [২৯তম বিসিএস]
(ক) শেখ মুজিবুর রহমান (খ) জেনারেল আতাউল গনি ওসমানি
(গ) তাজউদ্দিন আহমদ (ঘ) ক্যাপটেন মনসুর আলী

৩৮। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল? [২৯তম, ২৩তম, ২২তম, ২০তম, ১৯তম, ১৫তম বিসিএস]
(ক) ৪টি (খ) ৭টি (গ) ১১টি (ঘ) ১৪টি

৩৯। ঐতিহাসিক ২১-দফা দাবীর প্রথম দাবিটি কি ছিল? [২৮তম বিসিএস, ২১তম বিসিএস]
(ক) বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা (খ) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
(গ) পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ (ঘ) বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ

৪০। স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্যে 'বীরপ্রতীক' উপাধি লাভ করে কতজন? [২৭তম বিসিএস]
(ক) ৭ জন (খ) ৬৮ জন (গ) ১৭৫ জন (ঘ) ৪২৬ জন

৪১। স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখার জন্য কতজন মহিলাকে বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়? [২৭তম বিসিএস]
(ক) ৫ জন (খ) ৭ জন (গ) ২ জন (ঘ) ৬ জন

৪২। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য কতজনকে বীর উত্তম উপাধিতে ভূষিত করা হয়? [২৪তম বিসিএস, ২০তম বিসিএস]
(ক) ২৫৭ জন (খ) ১৬৩ জন (গ) ৪৪ জন (ঘ) ৬৮ জন

৪৩। বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের কবর এই জেলায় — [২৪তম বিসিএস]
(ক) নাটোর (খ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ (গ) জয়পুরহাট (ঘ) নওগাঁ

৪৪। কোন আরব দেশ সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে? [২২তম বিসিএস, ১০তম বিসিএস]
(ক) ইরাক (খ) মিশর (গ) কুয়েত (ঘ) জর্ডান

৪৫। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের দিন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন কে? [২২তম বিসিএস]
(ক) জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী (খ) গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার
(গ) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান (ঘ) ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

৪৬। আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কবে জারি করা হয়? [২২তম বিসিএস, ১৪তম বিসিএস]
(ক) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ (খ) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ (গ) ৭ মার্চ, ১৯৭১ (ঘ) ২৫ মার্চ, ১৯৭১

৪৭। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকার কোথায় আত্মসমর্পন করে? [২০তম বিসিএস]
(ক) রমনা পার্কে (খ) পল্টন ময়দানে (গ) তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (ঘ) ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে

৪৮। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে এক ব্যক্তি দম্ভোক্তি করে, যা বলেছিল নিম্নরূপ: 'লোকটি এবং তার দল পাকিস্তানের শত্রু, এবার তারা শাস্তি এড়াতে পারবে না।'- এ দম্ভোক্তিকারী ব্যক্তি কে ছিল? [২০তম বিসিএস]
(ক) জেনারেল নিয়াজী (খ) জেনারেল টিক্কা খান (গ) জেনারেল ইয়াহিয়া খান (ঘ) জেনারেল হামিদ খান

৪৯। বাংলাদেশে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস- [১৯তম বিসিএস, ১৩তম বিসিএস, ১১তম বিসিএস]
(ক) ১৪ ডিসেম্বর (খ) ১৬ ডিসেম্বর (গ) ২১ ডিসেম্বর (ঘ) ২৩ ডিসেম্বর

৫০। মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর কোন সেক্টরের অধীনে ছিল? [১৮তম বিসিএস]
(ক) তিন নম্বর সেক্টর (খ) দুই নম্বর সেক্টর (গ) চার নম্বর সেক্টর (ঘ) এক নম্বর সেক্টর

৫১। মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বের জন্য কয়জনকে সর্বোচ্চ সম্মান 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাব দেয়া হয়? [১৮তম বিসিএস, ১৩তম বিসিএস]
(ক) ৯ জন (খ) ৭ জন (গ) ৮ জন (ঘ) ১০ জন

৫২। বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দানকারী দ্বিতীয় দেশের নাম- [১৭তম বিসিএস]
(ক) ভারত (খ) রাশিয়া (গ) ভুটান (ঘ) নেপাল

৫৩। স্বাধীন বাংলাদেশকে কখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দান করে? [১৬তম বিসিএস]
(ক) ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ (খ) ২৪ জানুয়ারী, ১৯৭২ (গ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ (ঘ) ৪ এপ্রিল, ১৯৭২

৫৪। বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রাহমানের পদবি কি ছিল? [১৪তম বিসিএস, ১৩তম বিসিএস]
(ক) সিপাহী (খ) ল্যান্স নায়েক (গ) হাবিলদার (ঘ) ক্যাপ্টেন

৫৫। ১৯৫২ সালে তৎকালীন ভাষা আন্দোলন কিসের জন্ম দিয়েছিল? [১৪তম বিসিএস]
(ক) এক রাজনৈতিক মতবাদের (খ) এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের (গ) এক নতুন জাতীয় চেতনার (ঘ) এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার

৫৬। বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের ঘোষণা ছিলো– [১০তম বিসিএস]
(ক) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ (খ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১ (গ) ১১ এপ্রিল, ১৯৭১ (ঘ) ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২

উত্তরমালা

০১	গ	০২	ক	০৩	ঘ	০৪	ক	০৫	ঘ	০৬	ঘ	০৭	খ	০৮	গ	০৯	গ	১০	ঘ
১১	ক	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	ক	১৬	ক	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	ঘ
২১	খ	২২	খ	২৩	ক,খ	২৪	ক	২৫	খ	২৬	খ	২৭	–	২৮	গ	২৯	খ	৩০	খ
৩১	ক	৩২	গ	৩৩	গ	৩৪	ঘ	৩৫	খ	৩৬	–	৩৭	খ	৩৮	গ	৩৯	ক	৪০	ঘ
৪১	গ	৪২	ঘ	৪৩	খ	৪৪	ক	৪৫	খ	৪৬	ক	৪৭	গ	৪৮	গ	৪৯	ক	৫০	খ
৫১	খ	৫২	ক	৫৩	ঘ	৫৪	ক	৫৫	গ	৫৬	ক								

প্র্যাক্টিস টেস্ট

০১। কার নেতৃত্বে 'তমদ্দুন মজলিশ' গঠিত হয়?
(ক) আবু মনসুর আহমদ (খ) অধ্যাপক আবুল কাশেম
(গ) ড. কাজী মোতাহার হোসেন (ঘ) আব্দুল মতিন

০২। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে প্রথম ধর্মঘট কখন হয়?
(ক) ১৭ মার্চ, ১৯৪৯ (খ) ৭ মার্চ, ১৯৪৭ (গ) ১১ মার্চ, ১৯৪৮ (ঘ) ১১ মার্চ, ১৯৪৭

০৩। কয়টি দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়?
(ক) ৪টি দল (খ) ৫টি দল (গ) ৩টি দল (ঘ) ৬টি দল

০৪। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করেন কে?
(ক) আতাউর রহমান খান (খ) এ কে ফজলুল হক (গ) শেখ মুজিবুর রহমান (ঘ) মওলানা ভাসানী

০৫। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিল কত দিন?
(ক) ৫৩ দিন (খ) ৫৪ দিন (গ) ৫৬ দিন (ঘ) ৬০ দিন

০৬। ৬ দফা দাবির প্রথম দাবি কি ছিল?
(ক) বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে (খ) পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দাবি
(গ) পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন (ঘ) রাজস্ব, কর বিষয়ক দাবি

০৭। যুক্তফ্রন্ট সরকার পতনের পর বাংলায় কার শাসনামল শুরু হয়?
(ক) গভর্নরের (খ) প্রেসিডেন্টের (গ) প্রধানমন্ত্রীর (ঘ) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের

০৮। 'মারী চুক্তি' কবে সম্পাদিত হয়?
(ক) ৩০ মে, ১৯৫৪ (খ) ৭ জুলাই, ১৯৫৫ (গ) ২৩ মার্চ, ১৯৫৬ (ঘ) ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭

০৯। ছয়দফা দিবস কবে পালিত হয়?
(ক) ৫জুন (খ) ৬ জুন (গ) ৭ জুন (ঘ) ৮ জুন

১০। 'মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ' কবে জারি করা হয়?
(ক) ২৩ মার্চ, ১৯৬০ (খ) ২৭ অক্টোবর, ১৯৫৯ (গ) ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮ (ঘ) ৭ অক্টোবর, ১৯৫৯

১১। 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' কিসের ভিত্তিতে গঠন করা হয়?
(ক) ৬ দফা (খ) ৮ দফা (গ) ১১ দফা (ঘ) ২১ দফা

১২। 'আগরতলা মামলা' কবে প্রত্যাহার করা হয়?
(ক) ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ (খ) ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ (গ) ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ (ঘ) ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯

১৩। শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেয়া হয় কবে?
(ক) ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ (খ) ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ (গ) ৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯ (ঘ) ৮ জানুয়ারি, ১৯৬৯

১৪। পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়?
(ক) ২২ অক্টোবর, ১৯৭০ (খ) ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭০ (গ) ৫ অক্টোবর, ১৯৭০ (ঘ) ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০

১৫। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ লাভ করেছিল?
(ক) ১৬৯টি (খ) ১৬০টি (গ) ১৬২টি (ঘ) ১৬৭টি

১৬। স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের শাসনের অবসান ঘটে কবে?
(ক) ২৫ মার্চ, ১৯৬৯ (খ) ১ মার্চ, ১৯৭০ (গ) ২৫ মার্চ, ১৯৭০ (ঘ) ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০

১৭। কবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করা হয়?
(ক) ২৬ মার্চ, ১৯৭১ (খ) ৩ মার্চ, ১৯৭১ (গ) ১ মার্চ, ১৯৭১ (ঘ) ৭ মার্চ, ১৯৭১

১৮। বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়–
(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনে এক ছাত্রসভায় (খ) কলকাতায়
(গ) কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে (ঘ) চট্টগ্রামের পতেঙ্গায়

১৯। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল হিসেবে কবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়?
(ক) ৩০ অক্টোবর, ২০১৭ (খ) ৩০ অক্টোবর, ২০১৮ (গ) ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ (ঘ) ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

২০। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু কয়টি দাবি উপস্থাপন করেন?
(ক) ৩টি (খ) ৪টি (গ) ৫টি (ঘ) ৬টি

২১। মুজিবনগর সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী কে ছিলেন?
(ক) ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী (খ) তাজউদ্দীন আহমদ (গ) এ.এইচ. এম কামারুজ্জামান (ঘ) খন্দকার মোশতাক আহমদ

২২। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কত তারিখে গৃহীত হয়?
(ক) ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সালে (খ) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে (গ) ২৩ এপ্রিল, ১৯৭১সালে (ঘ) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে

২৩। মুজিবনগর সরকারের সদস্য ছিল–
(ক) ৭ জন (খ) ৯ জন (গ) ৬ জন (ঘ) ১০ জন

২৪। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন?
(ক) এম. মনসুর আলী (খ) তাজউদ্দীন আহমেদ (গ) মওলানা ভাসানী (ঘ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম

২৫। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী সচিবালয় কোথায় ছিল?
(ক) ৮নং থিয়েটার রোড, কলকাতা (খ) মুজিবনগর (গ) কালুরঘাট (ঘ) বেনাপোল

২৬। অনিয়মিত বাহিনীর সরকারি নাম কি ছিল?
(ক) মুক্তিফৌজ (খ) মুক্তিবাহিনী (গ) গণবাহিনী (ঘ) গেরিলা

২৭। কোথায় কাদেরিয়া বাহিনী গঠিত হয়?
(ক) ভালুকা (খ) মানিকগঞ্জ (গ) সিরাজগঞ্জ (ঘ) টাঙ্গাইল

২৮। ক্র্যাক প্লাটুন কত নং সেক্টরের অধীনে ছিল?
(ক) ১নং (খ) ২নং (গ) ৩নং (ঘ) ৪নং

২৯। যৌথবাহিনী কবে গঠিত হয়?
(ক) ২১ নভেম্বর, ১৯৭১ (খ) ২১ অক্টোবর, ১৯৭১ (গ) ২০ নভেম্বর, ১৯৭১ (ঘ) ২০ অক্টোবর, ১৯৭১

৩০। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানে কোন মন্ত্রিসভা গঠন করে?
(ক) ডা. মালিক মন্ত্রিসভা (খ) আজিজ পাশা মন্ত্রিসভা (গ) শ্যামা মন্ত্রিসভা (ঘ) আজম মন্ত্রিসভা

৩১। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ দলিলটির শিরোনাম কী?
(ক) Instrument of Surrender (খ) Armistice (গ) Truce (ঘ) Ceasefire

৩২। 'Concert for Bangladesh' আয়োজনকারী জর্জ হ্যারিসন কোন দেশের নাগরিক?
(ক) রাশিয়া (খ) যুক্তরাজ্য (গ) যুক্তরাষ্ট্র (ঘ) অস্ট্রেলিয়া

৩৩। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম পর্যায়ের সম্প্রচার বন্ধ হয় কবে?
(ক) ২৯ মার্চ, ১৯৭১ (খ) ৩০ মার্চ, ১৯৭১ (গ) ৩১ মার্চ, ১৯৭১ (ঘ) কোনোটিই নয়

৩৪। বীর মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবি কোন সম্প্রদায়ের?
(ক) গারো (খ) রাখাইন (গ) খাসিয়া (ঘ) চাকমা

৩৫। বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে প্রথম শহিদ হন –
(ক) মোস্তফা কামাল (খ) রুহুল আমীন (গ) মুন্সী আব্দুর রউফ (ঘ) মতিউর রহমান

৩৬। বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল কত নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন?
(ক) ২ নং (খ) ৪নং (গ) ৮নং (ঘ) ৮নং

৩৭। সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের মধ্যে সেনাবাহিনীর কত জন?
(ক) ২ জন (খ) ৩ জন (গ) ৪ জন (ঘ) ৫ জন

৩৮। সর্বকনিষ্ঠ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা–
(ক) হামিদুর রহমান (খ) নূর মোহাম্মদ শেখ (গ) মোস্তফা কামাল (ঘ) শহীদুল ইসলাম

৩৯। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম উত্তর আমেরিকান দেশ কোনটি?
(ক) সেনেগাল (খ) ফিজি (গ) বার্বাডোস (ঘ) ভেনিজুয়েলা

৪০। মুক্তিযুদ্ধের সময় 'মুজিবনগর' কোন সেক্টরে অন্তর্ভুক্ত ছিল?
(ক) ২ নং (খ) ৮ নং (গ) ১০ নং (ঘ) ১১ নং

৪১। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' কবে গঠিত হয়?
(ক) ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ (খ) ১৩ অক্টোবর, ১৯৪৮ (গ) ১১ মার্চ, ১৯৫০ (ঘ) ৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৭

৪২। মুজিবনগর সরকারের চীফ অব স্টাফ কে ছিলেন?
(ক) খন্দকার মোশতাক আহমেদ (খ) লে.কর্নেল (অব.) আব্দুর রব
(গ) ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার (ঘ) ক্যাপ্টেন এম.এ.জি ওসমানী

৪৩। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন?
(ক) শিল্প ও বাণিজ্য (খ) আইন ও বিচার
(গ) কৃষি, ঋণ ও সমবায় (ঘ) অর্থ ও স্বরাষ্ট্র

৪৪। 'গণঅভ্যুত্থান দিবস' হিসেবে পালিত হয়–
(ক) ২৪ জানুয়ারি (খ) ২৩ ফেব্রুয়ারি (গ) ১০ মার্চ (ঘ) ৫ ডিসেম্বর

৪৫। 'আগরতলা মামলা'র কত নং আসামিকে ক্যান্টনমেন্টে হত্যা করা হয়?
(ক) ১৫ নং (খ) ১৬ নং (গ) ১৭ নং (ঘ) ১৮ নং

৪৬। মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিগেডস আকারে মোট কয়টি ফোর্স গঠিত হয়েছিল?
(ক) ২টি (খ) ৪টি (গ) ৩টি (ঘ) ৫টি

৪৭। নিম্নের কোনটি মুক্তিযুদ্ধে ১নং সেক্টর ছিল?
(ক) ঢাকা (খ) চট্টগ্রাম (গ) রাজশাহী (ঘ) সিলেট

৪৮। মুক্তিযুদ্ধের কোন সেক্টরে কোন নিয়মিত সেক্টর কমান্ডার ছিলেন না?
(ক) ৭ নং সেক্টর (খ) ১০ নং সেক্টর (গ) ৩ নং সেক্টর (ঘ) ১ নং সেক্টর

৪৯। নিচের কোন সেক্টরে পর্যায়ক্রমে তিন জন কমান্ডার দায়িত্ব পালন করেন?
(ক) ১১ নং (খ) ১০ নং (গ) ৯ নং (ঘ) ৮ নং

৫০। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলা কোন সাল?
(ক) ১৩৭৯ (খ) ১৩৭৬ (গ) ১৩৭৮ (ঘ) ১৩৭৭

উত্তরমালা

০১	খ	০২	গ	০৩	ক	০৪	খ	০৫	গ	০৬	গ	০৭	ক	০৮	খ	০৯	গ	১০	খ
১১	খ	১২	গ	১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	ঘ	১৬	ক	১৭	খ	১৮	ক	১৯	ক	২০	খ
২১	ক	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	খ	২৯	ক	৩০	ক
৩১	ক	৩২	খ	৩৩	খ	৩৪	গ	৩৫	গ	৩৬	ক	৩৭	খ	৩৮	ঘ	৩৯	গ	৪০	খ
৪১	গ	৪২	খ	৪৩	গ	৪৪	ক	৪৫	গ	৪৬	গ	৪৭	খ	৪৮	খ	৪৯	ক	৫০	গ

ঢাকার পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহ

শাখা	ফোন নং	ঠিকানা
মিরপুর	০১৭১৩২৩৬৭০৫	প্লট-৪ (৪র্থ তলা), ব্লক-বি, সেকশন-৬ (শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের ৫নং গেটের বিপরীতে)।
রূপনগর	০১৭১৩২৩৬৭৩৪	বাড়ী নং-২০ (৪র্থ তলা), রোড নং-১২, রূপনগর, মিরপুর।
ক্যান্টনমেন্ট	০১৭১৩২৩৬৭২৪	সিবি ২১১/৪, কচুক্ষেত মেইন রোড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (বেসিক ব্যাংক-এর ৪র্থ তলা)।
ফার্মগেট	০১৭১৩২৩৬৭১১	কনকর্ড টাওয়ার (৬ষ্ঠ তলা, লিফ্টের ৫), ফার্মগেট (ফার্মগেট পুলিশ বক্সের বিপরীতে)।
মোহাম্মদপুর	০১৭১৩২৩৬৭০১	বাড়ী নং-১৪/১৭ (২য় তলা), ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর (পোস্ট অফিসের গলি)।
সাইন্স ল্যাব.	০১৭১৩২৩৬৭০৬	হ্যাপী আর্কেড শপিং মল (৩য় তলা), বাড়ী নং- ৩, রোড নং- ৩ মিরপুর রোড, ধানমন্ডি।
বকশিবাজার	০১৭১৩২৩৬৭১২	হেলিকন সেন্টার (৪র্থ তলা), ১৯/১, ১৯/২ (১৮ তলা ভবন), বকশিবাজার মোড় (ঢাকা মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন)।
লক্ষ্মীবাজার	০১৭১৩২৩৬৭২০	১৫, লক্ষ্মীবাজার (৪র্থ তলা), সেন্ট গ্রেগরী স্কুলের বিপরীতে, পুরান ঢাকা।
যাত্রাবাড়ী	০১৭১৩২৩৬৭১৯	বাড়ী নং-১০১, শহীদ ফারুক সড়ক (৩য় তলা), যাত্রাবাড়ী (অগ্রণী ব্যাংকের পাশের বিল্ডিং)।
দনিয়া	০১৭১৩২৩৬৭১৮	বাড়ী নং-৫৯৪ (২য় তলা), দনিয়া বাজার রোড, দনিয়া (দনিয়া মাজার-এর পাশের বিল্ডিং)।
ডেমরা (কোনাপাড়া)	০১৭১৩২৩৬৭৫৭	আজিজ টাওয়ার (৩য় তলা), ফার্মের মোড়, কোনাপাড়া, ডেমরা (UCB ব্যাংকের উপরে)।
বনশ্রী	০১৭১৩২৩৬৭২৩	বাড়ী নং-১৩, ব্লক-বি (৪র্থ তলা), রামপুরা (মেইন রোড, বনশ্রী প্রজেক্ট)।
বাসাবো	০১৭১৩২৩৬৭২২	বাড়ী নং-১১৪/এ (২য় তলা), সবুজবাগ, বাসাবো (বৌদ্ধ মন্দির-এর বিপরীতে)।
খিলগাঁও	০১৭১৩২৩৬৭৬৮	বাড়ি নং ১৪১৪/১/এ ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ১নং বিল্ডিং গেইট এর বিপরীতে।
মতিঝিল	০১৭১৩২৩৬৭০৮	বাড়ী নং-১৬৭, ইডেন বিল্ডিং (২য় তলা), মতিঝিল (নটর ডেম কলেজের বিপরীতে)।
শান্তিনগর	০১৭১৩২৩৬৭০৩	১ নং সিদ্ধেশ্বরী লেন, মৃধা ভবন (৪র্থ তলা, লিফ্টের ৩), শান্তিনগর (সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলের পূর্ব পাশে)।
মালিবাগ	০১৭১৩২৩৬৭০২	হোসাফ শপিং কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা), মালিবাগ মোড় (মেডিনোভা ডায়াগনস্টিক সেন্টার বিল্ডিং)।
টংগী	০১৭১৩২৩৬৭৫৯	হোল্ডিং- ১৮৬/৯, এস. এস. একাডেমী রোড (২য় তলা), আউচপাড়া, টংগী।
উত্তরা	০১৭১৩২৩৬৭০৭	সেক্টর নং-৬, রোড নং-১২, হাউজ নং-৭ (৫ম তলা), হাউজ বিল্ডিং, উত্তরা।
সাভার	০১৭১৩২৩৬৭২১	বি-২ জালেশ্বর, ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, রেডিও কলোনী, সাভার, (সিঙ্গার শো-রুম এর ২য় তলা)।

ঢাকার বাইরের পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহ

গাজীপুর	০১৭১৩২৩৬৭৪৬	ও কে টাওয়ার, স্বপ্ন শপিং এর ৩য় তলা (সরকারি মহিলা কলেজের উত্তর পার্শ্বে), জয়দেবপুর।
নারায়ণগঞ্জ	০১৭১৩২৩৬৭১৭	এলাহী ভিলা, ৩৯/এ (২য় তলা), আল্লামা ইকবাল রোড (জামে মসজিদের দক্ষিণে), চাষাড়া।
ময়মনসিংহ	০১৭১৩২৩৬৭১৬	বাড়ী নং-১৯/এ (২য় তলা), সাহেব আলী রোড, নতুন বাজার, ময়মনসিংহ।
ময়মনসিংহ (কেবি)	০১৭১৩২৩৬৭৬৯	বাড়ী নং-৯৯ সরকার প্লাজা (২য় তলা), কেওয়াটখালি, ওয়াপদা মোড়, কেবি ইসমাইল রোড।
জামালপুর	০১৭১৩২৩৬৭৪০	বাড়ী নং- ৪৮ (৩য় তলা), আমলাপাড়া (জিলা স্কুল-এর বিপরীতে), জামালপুর।
শেরপুর	০১৭১৩২৩৬৭৪৯	বাড়ী নং-২৫১, ওয়ালটন প্লাজা (২য় তলা), খরমপুর, শেরপুর।
কিশোরগঞ্জ	০১৭১৩২৩৬৭৩৯	বুলবুল ভিলা (৩য় তলা), বকুলতলা মোড়, খরমপট্টি, কিশোরগঞ্জ।
নেত্রকোনা	০১৭১৩২৩৬৭৬৭	বাড়ী নং-৬৪১ (৩য় তলা), পৌরসভার বিপরীতে, নেত্রকোনা।
নরসিংদী	০১৭১৩২৩৬৭৩৮	বাড়ী নং-২০৫/০৪, নুসরাত ভিলা (২য় তলা), বালুর মাঠ, পশ্চিম ব্রাহ্মন্দী, নরসিংদী।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১৭১৩২৩৬৭৪৩	বাড়ী নং- ৯৬৩, খালেক মঞ্জিল (২য় তলা), মৌলভীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
সিলেট	০১৭১৩২৩৬৭২৯	জুবায়ের বাণিজ্যিক ভবন (৪র্থ তলা), চৌহাট্টা (সিভিল সার্জন কার্যালয়-এর বিপরীতে)।
টাঙ্গাইল	০১৭১৩২৩৬৭৩৭	বাড়ী নং-২৮৭, জেলা সদর রোড, আকুরটাকুর পাড়া, টাঙ্গাইল (ধলেশ্বরী হাসপাতাল-এর ৪র্থ তলা)।
সিরাজগঞ্জ	০১৭১৩২৩৬৭৪২	বাড়ী নং- ৪, এস কে ভবন (৪র্থ তলা), বিএ কলেজ রোড (কাগজ বিতান সংলগ্ন), সিরাজগঞ্জ।
পাবনা	০১৭১৩২৩৬৭৩৬	আলিয়া মাদ্রাসা মার্কেট (২য় তলা), রাধানগর, পাবনা।
কুষ্টিয়া	০১৭১৩২৩৬৭৩৫	বাড়ী নং-৩/১ (২য় তলা), বিচারপতি মাহবুব মোর্শেদ সড়ক, পেয়ারাতলা, কুষ্টিয়া।
ঝিনাইদহ	০১৭১৩২৩৬৭৬১	কে সি কলেজের পশ্চিমে (এস এ পরিবহন সংলগ্ন), ঝিনাইদহ।
চুয়াডাঙ্গা	০১৭১৩২৩৬৭৬৪	বাড়ী নং- ২৯৫৭ (৩য় তলা), কলেজ রোড (গণপূর্ত অফিসের সামনে), চুয়াডাঙ্গা।
রাজশাহী	০১৭১৩২৩৬৭১৩	বাড়ী নং-১৫৪/২ (৩য় তলা), কাদিরগঞ্জ (নগর ভবনের পশ্চিম পাশে), রাজশাহী।
নওগাঁ	০১৭১৩২৩৬৭৫৬	আফিয়া গার্ডেন (৩য় তলা), কেডি মোড়ের উত্তর পার্শ্বে (পিএম স্কুল সংলগ্ন), উকিল পাড়া, নওগাঁ।
নাটোর	০১৭১৩২৩৬৭৫১	কাজী টাওয়ার (৪র্থ তলা), বই পট্টি, স্টেশন রোড, আলাইপুর, নাটোর।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০১৭১৩২৩৬৭৪৭	বাড়ী নং-৫২, গাবতলা মোড় (নর্থ ব্রীজ স্কুলের ৪র্থ তলা), চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
বগুড়া	০১৭১৩২৩৬৭২৭	বাড়ী নং-২৯২/৩০৪, ফজল কটেজ (২য় তলা), জলেশ্বরীতলা (কালী মন্দির সংলগ্ন), বগুড়া।
জয়পুরহাট	০১৭১৩২৩৬৭৫৪	প্রফেসর পাড়া, সূর্যের হাসি ক্লিনিক এর ৪র্থ তলা, জয়পুরহাট।
গাইবান্ধা	০১৭১৩২৩৬৭৫৫	আরশী প্লাজা (৩য় তলা), ডাক বাংলো মোড়, ডিবি রোড, গাইবান্ধা।
রংপুর	০১৭১৩২৩৬৭২৬	বাড়ী নং-৩৭ (৪র্থ তলা), মেডিকেল মোড় (রংপুর ক্যান্ট. পাবলিক কলেজ গেটের বিপরীতে)।
কুড়িগ্রাম	০১৭১৩২৩৬৭৫৩	এম আর জেড প্লাজা (২য় তলা), ঘোষ পাড়া (সেবা ক্লিনিক-এর সামনে), কুড়িগ্রাম।
সৈয়দপুর	০১৭১৩২৩৬৭৪১	বাড়ী নং- ২০২ (৩য় তলা), দিনাজপুর রোড, নতুন বাবু পাড়া (সিঙ্গার শো-রুমের উপরে)।
দিনাজপুর	০১৭১৩২৩৬৭৩৩	নার্গিস প্লাজা (৩য় তলা), চারুবাবুর মোড় (সেবা ফার্মেসীর উপরে), দিনাজপুর।
ঠাকুরগাঁও	০১৭১৩২৩৬৭৪৮	ইসলাম প্লাজার পশ্চিম পার্শ্বে, আলিম এন্টারপ্রাইজের (৩য় তলা) আমতলী মোড়।
মানিকগঞ্জ	০১৭১৩২৩৬৭৬৩	মানিকগঞ্জ প্লাজা (২য় তলা), শহীদ রফিক সড়ক, মানিকগঞ্জ।
ফরিদপুর	০১৭১৩২৩৬৭৩২	বাড়ী নং-৫৫ (২য় তলা), সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ রোড (অম্বিকা সড়ক), ঝিলটুলি।
গোপালগঞ্জ	০১৭১৩২৩৬৭৬০	হোল্ডিং- ২৮১/৩ (৪র্থ তলা), বটতলা, গোপালগঞ্জ।
মাগুরা	০১৭১৩২৩৬৭৫২	বাড়ী নং- ৪৫/৪৬ (৩য় তলা), কাউন্সিল পাড়া (পৌরসভার পিছনে), মাগুরা।
যশোর	০১৭১৩২৩৬৭৩১	মতি শপিং কমপ্লেক্স (৩য় তলা), জজ কোর্ট মোড় (প্রেস ক্লাবের পাশের বিল্ডিং), যশোর।
খুলনা	০১৭১৩২৩৬৭১৫	বাড়ী নং-৪৬/১ (৫ম তলা), মশিউর রহমান রোড, শান্তিধাম মোড়, খুলনা।
সাতক্ষীরা	০১৭১৩২৩৬৭৫০	সরকারি কলেজ রোড (২য় তলা), মুনজিতপুর (করিম মেসের বিপরীতে), সাতক্ষীরা।
বরিশাল	০১৭১৩২৩৬৭৩০	বাড়ী নং-৩১/৩২, রোজ-বে (নিচ তলা), উত্তর আলেকান্দা, বগুড়া রোড, বটতলা, বরিশাল।
মুন্সিগঞ্জ	০১৭১৩২৩৬৭৬২	বাড়ী নং-৫৪/১ (৩য় তলা), বঙ্গবন্ধু সড়ক (কাচারি চত্বর), শিল্পকলার দক্ষিণ পাশে, মুন্সীগঞ্জ।
কুমিল্লা	০১৭১৩২৩৬৭২৮	বাড়ী নং-২০৩/১৮৭, গার্ডেন সিটি (৪র্থ তলা), ঝাউতলা, (পুলিশ লাইন মোড় সংলগ্ন), কুমিল্লা।
চাঁদপুর	০১৭১৩২৩৬৭৬৫	দোহা প্লাজা (৩য় তলা), স্টেডিয়াম রোড, চাঁদপুর।
ফেনী	০১৭১৩২৩৬৭৪৪	শাহজাহান টাওয়ার (২য় তলা), মিজান রোড-এর মাথায় (সোনালী ব্যাংকের পশ্চিম পাশে), ট্রাংক রোড, ফেনী।
নোয়াখালী	০১৭১৩২৩৬৭৪৫	বাড়ী নং ২০৮, আলিফ প্লাজা (৪র্থ তলা), পৌর বাজার (কৃষি ব্যাংকের উপরে), প্রধান সড়ক, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী।
চট্টগ্রাম (চকবাজার)	০১৭১৩২৩৬৭১৪	গুলজার টাওয়ার (৪র্থ তলা), গুলজার মোড়, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
চট্টগ্রাম (হালিশহর)	০১৭১৩২৩৬৭৫৮	মমতাজ হাইটস (৪র্থ তলা), বড়পুল মোড় (ইসলামী ব্যাংকের বিপরীতে), হালিশহর।
কক্সবাজার	০১৭১৩২৩৬৭৬৬	সৈকত টাওয়ার (৫ম তলা), বার্মিজ মার্কেট, কক্সবাজার।